bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

এইচএমপিভি নিয়ে কি আতঙ্কের কিছু আছে? লক্ষণ আর প্রতিকারের ব্যবস্থা কী?

পৃষ্ঠাঃ ৭

আলোচিত ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা থেকে খালাস পেলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর

পৃষ্ঠাঃ ২

রেজিষ্টার্ডঃ ঢা.প্র.জেঃ ৬০৫১ | ১৬ বর্ষ - সংখ্যা - ২ | বৃহস্পতিবার | ১৬ জানুয়ারী ২০২৫ | ০২ মাঘ ১৪৩১ | মূল্যঃ ৮ টাকা

আগামী নির্বাচনকে এযাবৎকালের সেরা ও ঐতিহাসিক করতে চাই
-প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী সংসদ নির্বাচনকে সরকার এযাবৎকালের সেরা করার পরিকল্পনা করছে, যাতে এটি গণতন্ত্রের একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

রোববার (১২ জানুয়ারি) ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন অ্যারাল্ড গুলব্র্যান্ডসন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে অধ্যাপক ড. ইউনূস একথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা নরওয়ের প্রতি বাংলাদেশকে এশিয়ায় নরওয়েজিয়ান পণ্যের আঞ্চলিক বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার এবং বাংলাদেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এদেশে আরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

প্রধান উপদেষ্টা নরওয়ের রাষ্ট্রদূতকে বলেন, 'নরওয়ের পণ্য এশিয়ায় বিতরণের জন্য বাংলাদেশকে একটি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করুন, যাতে আপনাদের নরওয়ে থেকে লোক আনতে না হয় এবং আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো যায়।'

অধ্যাপক ইউনূস উদাহরণ হিসেবে বিদেশে নরওয়েজিয়ান টেলিকম জায়ান্ট টেলিনরের প্রথম উদ্যোগ গ্রামীণফোনের কথা উল্লেখ করেন, যা বিগত বছরগুলোতে টেলিনর পরিবারের সবচেয়ে লাভজনক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত গুলব্রান্ডসেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোরের একটি চিঠি হস্তান্তর করেন, যেখানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি নরওয়ের দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রয়োজনীয় সংস্কার উদ্যোগ এবং অবাধ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মানবাধিকার রক্ষা এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের অঙ্গীকারের প্রশংসা করেছেন।'

রাষ্ট্রদূত গুলব্র্যান্ডসন বলেন, নরওয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং সবুজ জ্বালানি রূপান্তর খাতে নিবিড়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

প্রধান উপদেষ্টা মিয়ানমারের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে নরওয়ের সহায়তা কামনা করে বলেন, 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় নরওয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন।'

রাষ্ট্রদূত গুলব্র্যান্ডসেন আরও বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যু, আন্তর্জাতিক কর ও প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে বৈশ্বিক ফোরামগুলোতে নরওয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

ঢাকায় নরওয়ে দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মারিয়ানে রাবে নেভেলস্রুদ ফিলিস্তিনে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর বিষয়ে নরওয়ের নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ প্রস্তাবে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের আশাব্যঞ্জক উন্নতি

পুরোপুরি চিকিৎসা এখনো শুরু না হলেও লন্ডনে হাসপাতালে ভর্তির পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের আশাব্যঞ্জক উন্নতি হয়েছে।

চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেনকে উদ্ধৃত করে যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খছরুজ্জামান খছরু গণমাধ্যমকে এ কথা জানান।

এর আগে শনিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন যুক্তরাজ্যের লন্ডনের বিশেষায়িত হাসপাতাল দ্য লন্ডন ক্লিনিকের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে চিকিৎসার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। এ হাসপাতালেই অধ্যাপক জন প্যাট্রিক কেনেডির তত্ত্বাবধানে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে। অধ্যাপক প্যাট্রিক একজন লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ।

হাসিনার পতনে যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল না
-মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনে যুক্তরাষ্ট্রের কোন হাত ছিলো না বলে জানিয়েছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। তিনি দাবি করেন, ভারতীয় কর্মকর্তারাও মনে করে ঢাকার ঘটনাগুলোর পেছনে আমেরিকার হাত ছিল না।

শুক্রবার (১১ জানুয়ারি) রাতে ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান ভারত সফরে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কথা বলেন। বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে উল্লেখ করেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

এছাড়া, জো বাইডেন প্রশাসনের আমলে গৌতম আদানি ও শিখ নেতা হত্যাকাণ্ড ইস্যুতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের বিতর্কিত পরিস্থিতি নিয়ে জ্যাক সুলিভানকে প্রশ্ন করা হলে বিষয়গুলো কৌশলে এড়িয়ে যান তিনি।

যদিও শুক্রবার হোয়াইট হাউসের রুজভেল্ট রুমে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বাইডেন প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ককে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে তুলে ধরেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান।

রমজান ও ঈদের সম্ভাব্য তারিখ জানাল সংযুক্ত আরব আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইব্রাহিম আল জারওয়ান জানিয়েছেন, চলতি বছরের মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে রমজান মাস শুরু হতে পারে। রোববার (১২ জানুয়ারি) সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাত সপ্তাহের অপেক্ষার পর ইবাদতের মাস পবিত্র রমজান শুরু হবে। এবারের রমজান মাসটি যদি ২৯ দিনের হয়। তাহলে আগামী ৩০ মার্চ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় ঈদুল ফিতর পালিত হবে। অপরদিকে ৩০ দিনের হলে ৩১ মার্চ হবে ঈদ।

পবিত্র রমজান মুসলমানদের কাছে আধ্যাত্মিক প্রতিফলন ও ভক্তির মাস। এই মাস তাদের কাছে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। ভোররাতে সাহরি খেয়ে রোজা রাখা শুরু করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর ঈদুল ফিতর উদযাপন করবেন তাঁরা।

বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো চাঁদ দেখা কমিটির মাধ্যমে পবিত্র রমজান শুরু হওয়ার তারিখ ঘোষণা করে থাকেন। আরবি ১২ মাসের মধ্যে নবম মাস হলো রমজান। এই মাসটিতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থেকে রোজা রাখেন বিশ্বের মুসলিমরা। এছাড়া এই মাসটি অন্যান্য ইবাদত ও দান সদকা দেওয়ার মাধ্যমে কাটান তারা।

লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল কেন এতো ভয়াবহ হয়ে উঠলো

যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে চলমান দাবানলটি ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। গত তিন দিনেও দাবানলটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি এবং ঝড়ো বাতাসে তা বিস্তৃত হয়েছে আরও অনেক এলাকায়। ফলে শত শত বাড়িঘর পুড়ে গেছে এবং অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, জানিয়েছে বিবিসি।

লস অ্যাঞ্জেলেসের কর্তৃপক্ষ এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রচেষ্টার তাগিদে প্রতিবেশী কাউন্টিগুলোর কাছ থেকে আগুন নেভানোর সরঞ্জাম ও কর্মী আনা হলেও আগুনের গতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। পানি সংকটও দেখা দিয়েছে।

এমন অবস্থায়, প্রশ্ন উঠছে কেন এই দাবানল এতটা ভয়াবহ হয়ে উঠলো এবং কেন এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস-এর মতে, দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়া, খরা এবং প্রবল বাতাসের কারণে দাবানলটি দ্রুত ছড়িয়েছে। এরপর পৃষ্ঠা ২

সৌদি আরবের সঙ্গে ২০২৫ সালের হজ চুক্তি সই

সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের ২০২৫ সালের হজ চুক্তি সই হয়েছে। সৌদি আরবের জেদ্দায় রোববার (১২ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় এই চুক্তি হয়। ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন এবং সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী তৌফিক বিন ফাওজান আল রাবিয়াহ হজ চুক্তিতে সই করেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এরপর পৃষ্ঠা ৩, কলাম ১

সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯৭ জনের কূটনীতিক পাসপোর্ট বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে গুম, খুন এবং জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়।

প্রবাসী আয় প্রেরণকারী দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র এখন শীর্ষে

দেশে প্রবাসী আয় প্রেরণকারী দেশ হিসেবে টানা তিন মাস ধরে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত আগস্টে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় আসা বেড়ে গেছে। তাতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতকে (ইউএই) পেছনে ফেলে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় প্রেরণকারী দেশের তালিকায় উঠে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি থেকে প্রবাসী আয় আসা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

সম্পাদকীয়

রঙ্গের পৃথিবী

বলা হয় "নদীর এপার ভাঙ্গে ওপার গড়ে, এই তো নদীর খেলা"। আজকে যারা ক্ষমতায়; একদিন তারা থাকবেন না। যারা ছিল, তারাও নেই।

"দল" বলয়ের দিনে "লীগ" বলয়ের চেয়ার ছিল সংকটে, আর লীগ এর বছরগুলোতে দল-জামাত এর অস্তিত্বই ছিল মহা সংকটে। এবার দিন এসেছে বৈষম্য-সংস্কার এর, শুরু হয়েছে "কারোর ভাদ্র মাস-কারোর সর্বনাশ"। বৈষম্য এবার উপদেষ্টাদের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে। তাদেরই মিলছে না হিসাব-কিতাব। তারপরেও সবাই এখন ইয়া নফছি-ইয়া নফছি। দল চাচ্ছে এ বছরেই নির্বাচন; ক্ষমতাসীনরা আরো সময় চায় সংস্কার করতে। লীগ এখনো হতাশায় ভুগছে। জামায়াত ২ যুগ পরে আবার সুসংগঠিত হওয়ায় ব্যস্ত।

যে সিরিয়ায় ৪ জন একত্রে বসে গল্প করলে তার ভেতর থাকতো ১জন বাসার আল আসাদ সরকারের গোয়েন্দা। আজ তিনি নিজেই বসবাস করছেন পুতিনের দেশ রাশিয়ায়। শেখ হাসিনা বলেছিল ২০৪১ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় থাকবেন, সে প্লানও পারফেক্ট ভাবেই করেছিলেন; কিন্তু ঐ ছাগলটাই সাব্যস্ত হলো বড় বেঈমান। কালো চামড়ার কালো ধোয়ায় ঢেকে দিল সমস্ত প্লান-পরিকল্পনা। ৪২ সাল উলটে হয়ে গেল ২৪ সাল। জুলাই মাস শেষ হলো ৩৬ তারিখে। তিনি আজ নিজের দেশে আসতেই পাসপোর্ট হারিয়েছেন।

গাজার মুসলমানেরা শুধু দেশই ছাড়ে নাই, হারিয়েছে ৪৭,০০০ এর ও বেশী প্রাণ। যাদের অহমিকা আর ইন্ধনে ধ্বংস হয়েছে এ দেশটি, তাদের দেশই এখন নরকের লেলিহান শিখায় জ্বলছে। টাকা আর পারমানবিক শক্তি বদলে গেছে অমানবিক শক্তিতে। "হলিউড" হয়েছে এখন "বার্নিং উড"।

লক্ষ কোটি ডলারের রাজ মহল পরিণত হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ছাই তে। ২০২৪ সাল ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের সাল। ২৫ হয়তো হতে পারে নিরসনের বছর। ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আয়োজন চলছে। দুই পরাশক্তি কখনোই আপোষ হবার লক্ষণ নেই, তারপরেও আশা ছাড়তে চাই না। স্নায়ু যুদ্ধের যুগ পেরিয়ে ২৩-২৪ সালে তিক্ততা বেড়েছে শতগুন। ন্যাটো ভেঙ্গে যাচ্ছে, অথবা তুর্কি সহ বেশ কয়েকটি দেশে ন্যাটো থেকে সরে যাবে এ বছরেই। ইসরাইলের দুর্দিন হয়তো সন্নিকটে। ৭ থেকে ৯টি ফ্রন্টে এখন লড়ছে নেতিন ইয়াহুর দেশ। হুকার দিয়ে জোট বেধে দাড়িয়েছে ইরান-রাশিয়া, সাথে সমর্থনে লুকোচুরি খেলছে চীন আর কোরিয়া। এই অর্ধ পৃথিবীর সাথে টেক্কা দিয়ে ইসরাইলের সমর্থনে যুদ্ধ করতে আমেরিকা যদি না আগায়, সেটাই হবে বুদ্ধিমানের খেলা। নতুবা ৩য় বিশ্বযুদ্ধ ও পৃথিবী ধ্বংসের মুখে পতিত নিশ্চিত।

মোঃ হারুনুর রশীদ
সম্পাদক

বাংলা এক্সপ্রেস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুনঃ
+88 01758 689515 / +971 55 228 7869

লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল কেন এতো ভয়াবহ হয়ে উঠলো

(১ম পৃষ্ঠার পরঃ) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনও দাবানলের ভয়াবহতার পেছনে একটি বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে, তবে এর নির্দিষ্ট কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ক্যালিফোর্নিয়া ফায়ার সার্ভিসের প্রধান ডেভিড অ্যাকুনার জানান, ক্যালিফোর্নিয়ার ৯৫% দাবানলের শুরু হয় মানুষের বাহ্যিক কারণেই।

এছাড়া, ক্যালিফোর্নিয়ার 'সান্তা আনা বাতাস' নামক বাতাসকে দাবানলের বিস্তারে অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এই বাতাস মরুভূমির শুষ্ক অঞ্চলের পরিবেশ থেকে ঘণ্টায় ৯৭ কিলোমিটার গতিতে বয়ে গিয়ে উপকূলের দিকে চলে আসে।

সান্তা আনা বাতাসের কারণে লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানল আরও জোরালো হয়ে উঠেছে, যা বহু বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষকে গৃহহীন করেছে। এই বাতাসের উষ্ণতা আগুনের আকার আরও বড় করে দেয়, বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

জলবায়ু পরিবর্তনও বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণ। সরকারি গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে বড় দাবানলের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সাধারণত মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দাবানলের মৌসুম হয়ে থাকে, তবে গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এর আগেই বলেছেন যে দাবানল এখন একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কোনো নির্দিষ্ট মৌসুম নেই।

এছাড়া, ২০২৪ সালে এল নিনো সম্পর্কিত ভারী বৃষ্টিপাত এবং পরবর্তী শুষ্ক অবস্থার কারণে লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলের উচ্চ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিবিজ্ঞানী রবি হ্যাডেন বলেন, "আগুনের আগে বৃষ্টিপাত হলে, এটি গাছপালা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, যা পরবর্তীতে শুষ্ক আবহাওয়ায় শুকিয়ে গিয়ে আগুনের জন্য আরও জ্বালানি তৈরি করে।"

এদিকে, ইউকে সেন্টার ফর ইকোলজি অ্যান্ড হাইড্রোলজির বিজ্ঞানী মারিয়া লুসিয়া ফেরেইরা বারবোসা জানান, আর্দ্র থেকে শুষ্ক আবহাওয়ার পরিবর্তন দাবানল ছড়ানোর জন্য "হাইড্রোক্লাইমেট হুইপল্যাশ" নামে পরিচিত একটি পরিস্থিতি তৈরি করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০ শতকের মাঝামাঝি থেকে হাইড্রোক্লাইমেট হুইপল্যাশের ঝুঁকি বিশ্বব্যাপী ৩১-৬৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

তারেক রহমান কবে দেশে ফিরবেন, জানালেন মির্জা ফখরুল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার প্রসঙ্গে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমাদের নেতা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কিছুদিনের মধ্যে পুরোপুরি সব মামলা থেকে মুক্ত হবেন। তিনি শিগগিরই আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন, ইনশাল্লাহ।

রাজধানীর গুলশানস্থ বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্বে করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল।

দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের যে ত্যাগ, জনগণের, যুবকদের, স্বেচ্ছাসেবকদের, ছাত্রদের, মহিলাদের, এটা কোনো মতেই বৃথা যাবে না। বৃথা যায়নি। আমরা অন্তত ফ্যাসিবাদকে সরাতে পেরেছি, ওদেরকে তাড়াতে পেরেছি।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, শেখ হাসিনা পালানোর পর থেকে আমরা কেনো জানি নিজেদের মধ্যে পুরো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারছি না, ঐক্যের জায়গাটাতে থাকতে পারছি না। দেখুন না কি একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য। আরে ক্ষমতায় তো টিকে থাকবে তখনই যখন তুমি এটাকে তুমি স্যাটেল করতে পারবে', তার জন্য আমরা বার বার বলছি সংস্কার' এই সংস্কার তো আমরাই শুরু করেছি, প্রথম সংস্কারের কথা বলেছি। জিয়াউর রহমান সাহেব প্রথম সংস্কার করেছে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন।

বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন, এই যে এখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে। মাত্র চারটা ছাড়া সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। জিয়াউর রহমান সাহেব এসে সব সংবাদপত্র খুলে দিয়েছিলেন। বদ্ধ অর্থনীতি ছিল। সেখানে তথাকথিত ভ্রান্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে সেখানে তিনি একটা মিশ্র বা মুক্ত অর্থনীতির মতবাদ নিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের যে দর্শন সেই দর্শন ইটসেলফ সংস্কারের মূলকথা এবং ১৯ দফা কর্মসূচি ছিল সংস্কারের বড় কর্মসূচি। আমাদেরকে এগুলো সামনে নিয়ে আসতে হবে।

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সাবেক সচিব ইসমাইল জবিহউল্লাহর সভাপতিত্বে ও কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুলের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন সাংবাদিক শফিক রেহমান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুজ্জামান খান শিমুল, মাহমুদা হাবিবা, অললাইট অ্যাক্টিভিস্ট হুমায়ুন কবীর, রেজাউর রহমান, ফসিউল আলম, কাজল রহমান, শিপন আহমেদ, ওয়াসিম ইফতেখারুল হক প্রমুখ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভাজনের খোঁড়া যুক্তি

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা বিভাজন। এই বিভাজন তৈরি হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ এখন দৃশ্যমান হচ্ছে। প্রথমটি খোঁড়া যুক্তি। নির্বোধের মতো মানুষকে খোঁড়া যুক্তি দিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি ক্ষমতার লোভ। এই দুই কারণে স্বৈরশাসক পতনের পরও দেশের রাজনীতিতে ঐক্যের নামে অনৈক্য দেখা দিয়েছে। এই অনৈক্য ফের দেশের আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কালো মেঘ আড়াল না হলে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এক,
খোঁড়া যুক্তির তৈরি করার লোকের সংখ্যা খুব একটা যে বেশি তা কিন্তু নয়। এ-ও সত্য সংখ্যায় কম হলেও তাদের আধিপত্য বেশ প্রসার। কথিত বুদ্ধিজীবী, কিছু রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক ব্যক্তি আর কিছু গণমাধ্যমের মোড়লরা মূলত বিভাজনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা রাত ১২ টায় টেলিভিশনের টকশোতে গিয়ে দেশের মানুষের উপর একপেশে যুক্তি চাপিয়ে দেয়। প্রেসক্লাবের সামনে অথবা হলরুমে ডজন দুয়েক লোক নিয়ে সভা-সেমিনারের মাধ্যমে পান্ডিত্ব জাহির করার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করে। চমৎকার শব্দচয়ন, দুই চারটা ইংলিশ শব্দের ব্যবহার আর তাদের মতের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন বিদেশি লোকদের বিভিন্ন উক্তির উদাহরণ টেনে কথা বলার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন পরিবেশ তৈরি করে। কেউ কেউ আবার পেইড বুদ্ধিজীবী হিসেবেও নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন।

বিভিন্ন মহলকে মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদেরকে সুশীল ধর্মনিরপেক্ষবাদী হিসেবে পরিচিয় করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। প্রকৃত অর্থে ভারতের তথা ফ্যাসিস্টের ন্যারেটিভ স্টাবলিশ করতে চাওয়া কিছু বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে দেখা যাচ্ছে। ছত্রিশ জুলাইয়ের আন্দোলনে ইসলামের নীতির ভিত্তিতে চলা লোকদের অবদানকে আড়াল করতে চান এসব ব্যক্তিরা। তাদের মতে পশ্চিমা বিশ্ব ও ভারত দাবি করে জঙ্গি ও মৌলবাদিদের অনুকূলে বাংলাদেশ চলে যাবে। সমন্বয়ক বা দেশের মানুষ ইসলামপন্থীদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ হবে না মর্মে জ্ঞান দিচ্ছেন। তারা বলতে চেষ্টা করে ইসলামপন্থীদের গুরুত্ব দিলে পরে ভারত, হাসিনা ও পশ্চিমা বিশ্বের আশঙ্কা না-কি বাস্তব প্রমাণিত হবে।

মূলত এটা কেবল একটি খোঁড়া যুক্তি। ছত্রিশের আন্দোলনে বিএনপি, জামায়াত, ইসলামি আন্দোলন, বাম দলসমূহ, ছাত্রদল-শিবির অংশগ্রহণ করেছে। ধর্মীয় বা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলনকে চিন্তা করা অন্যায়। হিজাবি যে মা পানি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তাকে ধর্মনিরপেক্ষ না মৌলবাদী হিসেবে মূল্যায়ন করবেন? কওমি মাদ্রাসার যে হাফেজ আল্লহু আকবার বলে আন্দোলন করেছিল তাকে কিভাবে ভুলবেন? কৃষক, হকার, আন্দোলন করে মারা গেল তাদের কিভাবে গণনার বাহিরে রাখবেন? ছাত্র-জনতা যেমন ভুমিকা রেখেছে, রাজনৈতিক দল সমূহও গুলির সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। কারোই আত্মত্যাগকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।

আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে তরুণরা। এই তরুণ কোন দল বা কোন মতাদর্শের সেটা বিবেচনার কোনো যৌক্তিকতা নেই। দেশপ্রেম ও যোগ্যতার মাপকাঠি হবে নেতৃত্বের মানদন্ড। জীবনের মায়া ত্যাগ করে যারা রাস্তায় নামলো তাদের ভুমিকাকে আড়াল করার পায়তারাই মূলত ফ্যাসিস্ট চিন্তাভাবনা। এটি করে তারা দেশের মধ্যে নতুন করে বিভাজন তৈরি করতে চাচ্ছে। ছত্রিশের আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে রাজনৈতিক দল ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে ফাটল তৈরি করার চেষ্টা সফল হতে দেওয়া যাবে না। যারাই কূটচাল চালাতে চাইবে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।

দুই,
ব্যক্তিস্বার্থের কারণেও রাজনৈতিক বিভাজন বা অনৈক্য তৈরি হয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের ভোট ভাগাভাগির আশঙ্কা থেকেও নতুন এই বিভাজনের যাত্রা। সন্ত্রাসী লীগহীন নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত বা অন্যান্য দলের নেতারা প্রার্থী হবেন এটাই স্বাভাবিক। সেইসব নির্বাচনে ভোটের হিসেবে কষতে গিয়ে এখন থেকেই অনেকে প্রতিপক্ষকে আঘাত করা শুরু করেছেন। আওয়ামী লীগের তৈরি করা বস্তাপঁচা চেতনা চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ছোট ছোট পাতিনেতাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা দেখে মনে হচ্ছে সমাজে শিষ্টাচার বলতে আর কিছু থাকলো না। এতো রক্ত, ত্যাগ মুহূর্তেই ভুলে যাচ্ছে মানুষ। দেশের আপামর জনতা ফ্যাসিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে পারলেও ক্ষমতার লোভ ও আধিপত্যের আকাঙ্খা সমাজকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান করেছেন। তার দলের উচিৎ সেই আহ্বানকে সম্মান দেওয়া। জামায়াতসহ অন্যান্য দলের নেতাদেরও উচিৎ রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার সময় ঐক্যের ফাটল ধরে এমন কিছু না বলা। পরাজিত শক্তিরা সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে। গণমাধ্যমে ঘাপটি মেরে থাকা দোসররা এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। বিভিন্ন পক্ষের কাট করে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের অসম্পূর্ণ ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা তথ্য, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ছড়ানোর ফলে সমাজে বিভেদ আরও বাড়ে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এসব ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। ফ্যাসিট বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীলতা বাড়ানো সময়ের দাবি। নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা এবং হিংসা বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

এখন দেশ গড়ার সময়। এই সময়ে এসে বিভাজন তৈরি সুযোগ দেওয়া যাবেনা। রাষ্ট্র সংস্কার করে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার চৌকা সীমান্তে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) পেছনে কাস্তে হাতে অবস্থান নেওয়া স্থানীয় কৃষক বাবুল আলীর মতো সাহসী হতে হবে। সাহসী বাবুল আলীর মতো বলতে হবে দেশরক্ষায় প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবো না।

- আব্দুল্লাহ আল শাহীন
প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

জামায়াতের নিবন্ধন ফিরে পেতে আপিলের পরবর্তী শুনানি ২১ জানুয়ারি

রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে দলটির করা আপিলের পরবর্তী শুনানি আগামী মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) নির্ধারণ করেছেন আপিল বিভাগ।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৪ বিচারপতির আপিল বেঞ্চে শুনানি শেষে পরবর্তী দিন ঠিক করা হয়।

এর আগে গত ৩ ডিসেম্বর প্রথম দিনের মতো শুনানি হয়। শুনানিতে দলটির আইনজীবীরা বলেন, জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলের রিট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

গত ২২ অক্টোবর রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিল পুনরুজ্জীবিত করে আদেশ দেন আপিল বিভাগ। এর ফলে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে জামায়াতের আইনি লড়াই করার পথ খুলে যায়।

এক রিট আবেদন নিষ্পত্তি করে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন।

তরুণ প্রজন্মের ভাষা না বুঝলে আ.লীগের মতোই পরিণতি হবে: হাসনাত আব্দুল্লাহ

আগামীতে যারাই ক্ষমতায় আসবে তারা তরুণ প্রজন্মের ভাষা বুঝতে ব্যর্থ হলে তাদেরও আওয়ামী লীগের মতো পরিণতি হবে বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাড়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বক্তব্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ একথা বলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আওয়ামী লীগ ছাড়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না যারা বলেন, তারা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের ইন্ধনে ছিলেন। আওয়ামী লীগ পুনর্বাসিত হবে কি না তা এখন প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। বরং আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রত্যেক নেতাকর্মীকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। তাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত যারা আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের কথা বলবে তারা গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের জাহিলিয়াতের রাজনীতির ইন্ধনে ছিল।

হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হবে কিনা তা গত ৫ আগস্ট চূড়ান্ত হয়ে গেছে। একদিকে জুলাই-আগস্টের বিপ্লবীরা তাদের বিপ্লবের লিখিত দালিলিক স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্র ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসন করতে নানাভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নতুন করে নেওয়ার কিছুই নেই।

কর্মসূচিতে হাসনাত আবদুল্লাহ জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র দ্রুত প্রকাশ করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কয়েকজন সংগঠকসহ জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্থা শারমিন উপস্থিত ছিলেন। পরে দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল এলাকায় ও সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুরে পৃথক পথসভায় অংশ নেন।

সৌদি আরবের সঙ্গে ২০২৫ সালের হজ চুক্তি সই

এবার বাংলাদেশ থেকে ৮৭ হাজার ১০০ জন হজ করবেন। এরমধ্যে ৮১ হাজার ৯০০ জন বেসরকারিভাবে এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে এবং বাকি ৫ হাজার ২০০ জন সরকারিভাবে হজ পালন করবেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ধর্ম উপদেষ্টা বাংলাদেশের সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি নিয়ে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। এসময় ধর্ম উপদেষ্টা বাংলাদেশি হজ এজেন্সিপ্রতি সর্বনিম্ন হজযাত্রীর কোটা এক হাজার থেকে কমানোর বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী এজেন্সিপ্রতি সর্বনিম্ন হজযাত্রীর কোটা এক হাজারই বহাল রেখেছেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ধর্ম সচিব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামানিক, হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মতিউল ইসলাম, সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দেলোয়ার হোসেন, কনসাল জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ মাইনুল কবির, কাউন্সিলর (হজ) মো. জহিরুল ইসলাম ও উপদেষ্টার একান্ত সচিব ছাদেক আহমদসহ সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় জিরা চাষে সফলতার পথে কৃষি উদ্যোক্তা জাহিদুল ইসলাম

আহাম্মদ সগীর, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি: চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে জিরা চাষ করে সফলতার পথে কৃষি উদ্যোক্তা জাহিদুল ইসলাম। তিনি উপজেলার উথলী ইউনিয়নের সন্তোষপুর গ্রামে ভাই ভাই কৃষি প্রজেক্টে ১১ শতক জমিতে বারী-১ জাতের জিরা চাষ করেছেন। মঙ্গলবার (১৪ই জানুয়ারি ২০২৫) দুপুরে ভাই ভাই কৃষি প্রজেক্টে গিয়ে দেখা যায় জিরা গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।

ভাই ভাই কৃষি প্রজেক্টের স্বত্বাধিকারী কৃষি উদ্যোক্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'জীবননগর কৃষি অফিসের সার্বিক সহযোগিতায় মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় গত বছরের নভেম্বর মাসে জমিতে বেড করে ১১ শতক জমিতে আমি জিরার বীজ বপন করি। জিরা গাছে ফুল এসেছে। ফলও আসতে শুরু করেছে। কৃষি কর্মকর্তারা আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। আল্লাহ রহমত করলে মাসখানেকের মধ্যে আমি জিরা সংগ্রহ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।' তিনি আরও বলেন, 'জিরা চাষ বিষয়ে বগুড়া মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে আমি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। আমার কৃষি প্রজেক্টে জিরা, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ-রসুন ছাড়াও বিভিন্ন ফসলের চাষ করেছি।'

জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন বলেন, জীবননগর কৃষি অফিসের সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় উপজেলায় প্রথমবারের মতো জিরার চাষ শুরু হয়েছে। এটিই চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রথম জিরা চাষ। সন্তোষপুরসহ উপজেলার মোট তিন জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে জিরার চাষ করা হয়েছে। তবে অন্য দুই জায়গার চেয়ে জাহিদুল ইসলামের জমির জিরা গাছগুলো অনেক ভালো অবস্থায় আছে। ফসল সংগ্রহ না করা পর্যন্ত আমরা সফল হবো কি না বলতে পারছি না। তবে আমরা খুবই আশাবাদী। বাকিটা আল্লাহ ভরসা।

উল্লেখ্য, নাতিশীতোষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়া জিরা চাষের জন্য উপযুক্ত। সঠিক পরিচর্যায় সহজেই হেক্টরপ্রতি ৬০০ থেকে ৮০০ কেজি জিরার ফলন পাওয়া সম্ভব। সুনিষ্কাশিত উর্বর, গভীর এবং বেলে দোঁআশ মাটি জিরা চাষের জন্যে উত্তম।

বান্দরবানে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদন্ড

বাসুদেব বিশ্বাস বান্দরবান: বান্দরবানে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে হায়দার আলী (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে বান্দরবান জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ অরুন পাল এ আদেশ প্রদান করেন। মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী হায়দার আলী (৩৫) রাঙ্গামাটি জেলার চন্দ্রঘোনা রাইখালি ইউপির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের খন্তাকাটা এলাকার মৃত লতিফুর রহমানের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২০সালের সেপ্টেম্বরে রাঙ্গামাটির বাঙ্গার খালিয়া এলাকার নুরুল ইসলামের মেয়ে রুপা আক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয় একই জেলার রাইখালি ইউপির মৃত লতিফুর রহমানের ছেলে হায়দার আলীর। পরে শশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি বেড়াতে যায় রিজিয়া। সেখান থেকে ২০২১ সালের ৭ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৪টায় বাঙ্গাল খালিয়া তার চাচির বাড়ি যাবার কথা বলে ঘর থেকে বাহির হওয়ায় পর থেকে তাকে আর খুজে পাওয়া যায়নি। পর দিন ৮ আগস্ট বান্দরবান-রাঙ্গামাটি সড়কের বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউপির গলাচিপা এলাকায় সড়কের পাশে হাত-পা বাঁধা ও গলা কাটা অবস্থায় রুপা আক্তারের মরদেহ পাওয়া যায়। পরে মৃত রাজিয়ার বাবা নুরুল ইসলাম বাদি হয়ে ওই দিন রিজিয়ার কথিত প্রাক্তন প্রেমিক কাজল হোসেনের বিরুদ্ধে বান্দরবান সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করলেও পুলিশের তদন্তে রিজিয়া পারভিন হত্যাকান্ডে স্বামী হায়দার আলীর সম্পৃক্ততা পাওয়া।

পরে আদালতে বিভিন্ন স্বাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণে এই হত্যাকান্ড রিজিয়ার স্বামী হায়দার আলী ঘটিয়েছে তা প্রমাণিত হওয়ায় আদালতের বিচারক স্ত্রীকে হত্যার দায়ে হায়দার আলীকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রদান করেন। বাদি পক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ আলমগীর চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, হত্যা মামলাটি প্রমাণিত হওয়ায় অসামী হায়দার আলীকে দন্ডবিধি ৩০২ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন আদালতের বিচারক অরুন পাল, একই সাথে ৫০হাজার টাকা অর্থদন্ড ও অনাদায়ে আরও ২মাস কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বাংলাদেশ অবস্থানরত অবৈধ বিদেশিদের আবারও সতর্ক করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ অবস্থানরত অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের আবারও সতর্ক করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকার-নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৈধতা অর্জন না করলে তাদের বিরুদ্ধে ফরেন অ্যাক্ট ১৯৪৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বখশ চৌধুরীর সই করা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনেক বিদেশি নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন বা কর্মরত রয়েছেন। এমতাবস্থায়, অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত বা কর্মরত ভিনদেশি নাগরিক যারা ইতোপূর্বে জারি করা সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থানের বা কর্মরত থাকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বৈধতা অর্জন করবেন না, তাদের বিরুদ্ধে দ্য ফরেন অ্যাক্ট ১৯৪৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পবিত্র কাবার সাবেক ইমাম হাসান আল বুখারি আসছেন বাংলাদেশে

ফেনীতে অনুষ্ঠিতব্য ১০ম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে অংশ নিতে বাংলাদেশে আসছেন পবিত্র কাবা শরীফের সাবেক ইমাম, হারামাইনের জ্যেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও বিশ্ববরেণ্য আলেম ড. শায়েখ হাসান আল বুখারি। বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) ও শুক্রবার (১৭ জানুয়ারি) দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সংস্থা বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার রঘুনাথপুর দারুল উলুম মহিউচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসার উদ্যোগে ও মাওলানা সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীরের আহ্বানে ১০ম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সংস্থা বাংলাদেশের নির্বাহী সভাপতি ও রঘুনাথপুর দারুল উলূম মহিউচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীর এনটিভি অনলাইনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পরিবারের স্বাস্থ্য ও আর্থিক সুরক্ষায় আজই একটি বীমা করুন
জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ
Zenith Islami Life Insurance Ltd.
ইসলামী শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালিত
প্রধান কার্যালয়ঃ আজিজ ভবন, (৯ তলা) ৯৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
বিস্তারিত তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন +৮৮ ০১৭ ৫৮৬৮ ৯৫১৫ www.zenithlifebd.com
জোনাল অফিসঃ নাজমা মেডিকেয়ার ভবন কলেজ রোড, আলফাডাঙ্গা ফরিদপুর

আমিরাতে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার প্রবাসীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের সার্বিক সহযোগিতা ও আইনি পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
+971 50 421 6801 / +971 50 421 6801

New Mobiles Laptops Accessories
Used Mobiles Repairing Electronics
CCTV Remote Lights
+971 54 728 0768

MARWAN ELECTRONICS
AND MOBILE PHONE COMPANY L.L.C-S.P
Rashidiya 2, Ajman, UAE
Email: marwanelectronicsuae@gmail.com
MarwanElectronics

সেন্টমার্টিনে খাবার পানি সরবরাহ করবে সরকার, বর্জ্য থেকে উৎপাদন হবে বিদ্যুৎ

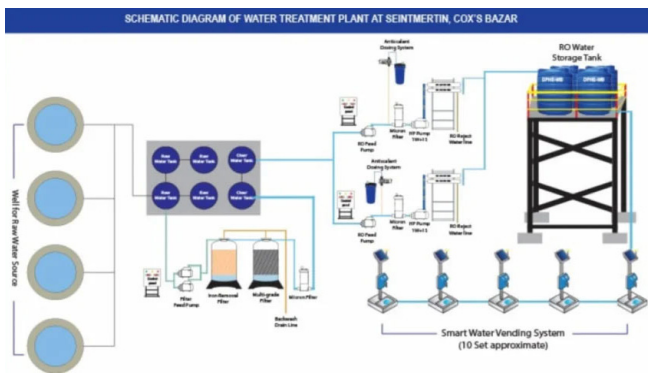

সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্লাস্টিক বোতলের পানির পরিবর্তে বিকল্প উপায়ে খাবার পানি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পাশাপাশি বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (প্লাজমা রিয়েক্টর) যুগেও প্রবেশ করতে যাচ্ছে এই দ্বীপটি।

এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে দ্বীপের সমস্ত বর্জ্য সংগ্রহে পরিবেশবান্ধব পরিবহণ (বেকোটেগ)। এটিএম কার্ডের আদলে বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছেমতো নেওয়া যাবে খাবার পানি। সেন্টমার্টিনের পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিশেষ এই প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশ্ব ব্যাংকের অনুদানে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে।

সরকারের এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দ্বীপের পরিবেশ দূষণ যেমন কমে আসবে, তেমনি পরিবেশ-প্রতিবেশের পাশাপাশি প্রবালসহ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যও রক্ষা পাবে বলে মনে করছেন পরিবেশবাদীরা।

কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, সেন্টমার্টিন দ্বীপে বর্তমানে বসবাসরত ১৭শ পরিবারের ছোট-বড় ৮ হাজার মানুষের প্রতিদিন দুই টন করে মনুষ্য বর্জ্য ও দুই টন কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি পর্যটন মৌসুমের তিন মাসে প্রতিদিন দুই হাজার পর্যটকের চার হাজার প্লাস্টিকের বোতল, চিপসহ অন্যান্য প্লাস্টিক-পলিথিনের প্যাকেটজাত নিত্যপণ্যের বর্জ্যও সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বর্জ্যর কারণে সেন্টমার্টিনের পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংকটে পড়েছে। তাই দ্বীপের সার্বিক পরিবেশ ঠিক রাখতে সেন্টমার্টিনে মল স্লাজ ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নির্মাণ নামের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। ইতোমধ্যে প্রকল্পটিকে দুই ভাগে ভাগ করে টেন্ডারের মাধ্যমে টার্ন বিল্ডার্স, গ্রীন ডট লিমিটেড ও ওয়াটার বার্ডস লিমিটেড নামের তিনটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশও দেওয়া হয়েছে।

কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী আবুল মনজুর বলেন, এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে রেইন ওয়াটার, গ্রাউন ওয়াটার ও সারফেস ওয়াটার পরিশোধন করে সেন্টমার্টিন দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে খাবার পানি সরবরাহ করা। এতে করে দ্বীপে প্লাস্টিক বোতলের ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হবে। তবে এই পানি সরবরাহ করতে প্রতিদিন যে ব্যয় হবে তা পানি গ্রহণকারীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। পানি গ্রহীতারা এটিএম কার্ডের আদলে বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে ন্যূনতম ধার্যকৃত মূল্য দিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো খাবার পানি নিতে পারবেন। এই পানির মান যাচাইয়ের জন্য থাকবে বিশেষ ল্যাবরেটরি। নির্মাণ করা হবে ইট, সিমেন্ট ও লোহার রড ছাড়া পরিবেশবান্ধব অপারেশন বিল্ডিং ও আন্তর্জাতিক মানের দুটি পাবলিক টয়লেট। এছাড়াও মানববর্জ্য, মেডিকেলবর্জ্য, কঠিনবর্জ্য ও প্লাস্টিকবর্জ্য মিলেই থাকবে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (প্লাজমা রিয়েক্ট)। এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে দ্বিতীয়। এই প্রকল্পের মধ্যদিয়ে বর্জ্য থেকে বিদ্যুত উৎপাদনের দিক থেকে তৃতীয় দেশ হিসেবে তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। এরআগে প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে চালু করে সফলতা আসে। প্রকল্পটি আগামী জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুতও উৎপাদন করা হবে জানিয়ে কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী আবুল মনজুর বলেন, সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান টার্ন বিল্ডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্থপতি নাহিদ আল হাসান বলেন, ইতোমধ্যে আমরা কার্যাদেশ হাতে পেয়েছি। মালামাল পরিবহণে সামান্য জটিলতা রয়েছে। তা সমাধান করে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু করব।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কক্সবাজারের সাংগঠনিক সম্পাদক এইচ এম নজরুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে সেন্টমার্টিনে যখন সর্বত্র পরিবেশ ধ্বংসের কার্যক্রম চলছে ঠিক এই সময়ে সরকারের এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আশা করি সরকারের পরিবেশবান্ধব এই প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর ও একাধিক পরিবেশ সংগঠন সূত্রে জানা যায়, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৯৯ সালে সেন্টমার্টিনকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৪ জানুয়ারি বন্য প্রাণী আইন অনুযায়ী, সেন্টমার্টিন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের ১ হাজার ৭৪৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

সেন্টমার্টিনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সর্বশেষ ২০২০ সালের আগস্টে সেখানে প্রথম পর্যটক নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেসকে (সিইজিআইএস) একটি সমীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা শেষে জানায়, দ্বীপটিতে কোনোভাবেই পর্যটকদের রাতে থাকার অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না। শীতে পর্যটন মৌসুমে দিনে ১ হাজার ২৫০ জনের বেশি পর্যটক যেতে দেওয়া ঠিক হবে না।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সেন্টমার্টিনের সুরক্ষায় নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নভেম্বর মাসে পর্যটকরা সেন্টমার্টিন দ্বীপ ভ্রমণে যেতে পারবেন। তবে রাত যাপন না করে দিনেই ফিরে আসতে হবে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি এই দুই মাস পর্যটকরা সেন্টমার্টিন ভ্রমণ ও সেখানে রাত যাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। তবে পর্যটকের সংখ্যা দৈনিক দুই হাজার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সেন্টমার্টিনে পর্যটকের যাতায়াত বন্ধ থাকবে। গত ১ নভেম্বর থেকে কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন নৌপথে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

চরভদ্রাসনে আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে জনসচেতনা মূলক সভা

ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধি: ফরিদপুরে চরভদ্রাসন উপজেলার গাজীরটেক ইউনিয়নের হাটখোলা বাজারে বিকেল ৪ঘটিকায় যুবদল নেতা মোঃ শাহাদাতের সভাপতিত্বে আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চরভদ্রাসন থানার অফিসার্স ইনচার্জ আব্দুল গফফার। বিশেষ অতিথি ছিলেন চরভদ্রাসন উপজেলার বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস।

দেখা গেছে,চরভদ্রাসন উপজেলার সীমানাবর্তী একদিকে সদরপুর থানা অপরদিকে নগরকান্দা ত্রিমুখী উপজেলার সম্মুখ স্থল হাটখোলা বাজার। ত্রিমুখী উপজেলার হওয়ার কারণে এখানে সরাচর অঘটন বেশি ঘটিয়ে সমাজের তৃতীয় মাত্রা লোক আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে কিছু ফায়দার লোটার অপচেষ্টা রয়েছে। মারামারি কাটাকাটি জমি দখল বাল্যবিবাহ অহরহ এই এলাকায় ঘটে। বিচারের আলোর মূখদেখে খুব নগণ্য।

হাটখোলা বাজারে আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নের লক্ষে সকল দোকানদার ঐক্যবদ্ধ হয়ে জান মাল রক্ষায় বাজারটির পাহারাদার জোরদার করনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আবদ্ধ হয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।

বক্তব্য রাখেন, চরভদ্রাসন থানার অফিসার্স ইনচার্জ আব্দুল গফফার, চরভদ্রাসন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, ডাক্তার মোঃ সাইদ হোসেন, শিক্ষক শাহ আলম নিশাতপ্রমুখ।

পেকুয়ায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী,শাহারুফের বিরুদ্ধে থানায় সাংবাদিকের অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার রাজাখালী ইউপি'র আমেরিকা প্রবাসী জামাল উদ্দিনের পালক পূত্র চিহ্নিত মাদকসেবী, কিশোর গ্যাং লীডার, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কুখ্যাত সন্ত্রাসী মোহাঃ শাহারুফ চৌধুরীর বিরোদ্ধে সোস্যাল মিডিয়ায় সাংবাদিককে হুমকি ধমকি ও হেয়প্রতিপন্ন করার অভিযোগে তথ্য প্রমানসহ পেকুয়া থানায় একটি সাধারন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

১১ জানুয়ারী'২৫ ইং তারিখ শনিবার অনুসন্ধানমুলক জাতীয় সাপ্তাহিক "অগ্রযাত্রা" পত্রিকার চট্টগ্রাম ব্যুরো চীফ সাংবাদিক এনামুল হক রাশেদী পেকুয়া থানায় এ সাধারন অভিযোগটি দায়ের করেন।

অভিযোগসূত্রে জানা যায়, গত ২ জানুয়ারী অভিযুক্ত শাহরুফের পিতা রাজাখালী ইউপি'র ১ নং ওয়ার্ডের আমেরিকা প্রবাসী জামাল উদ্দিনের বিরোদ্ধে ভূমিদস্যুতার অভিযোগ এনে উপজেলা ও রাজাখালী বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের অংশ গ্রহনে শত শত এলাকাবাসী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করার একটি তথ্যবহুল মাল্টিমিডিয়া নিউজ সাংবাদিক এনামুল হক রাশেদী সিএস টিভি নামে একটি অনলাইন পেসবুক পেজে আপলোড করে। নিউজটি ৭২ ঘন্টার মধ্যে আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তায় সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইর্যাল হয়ে প্রায় পৌনে ৫ শত জনের শেয়ার এবং ২৮ হাজার ভিউজ হয়। এতে জামাল উদ্দিনের মাদকসেবী পালক পূত্র, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও কিশোর গ্যাং লীডার মোঃ শাহারুফ চৌধুরী ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ নিউজের কমেন্ট বক্সে উম্মুক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহনকারী বিএনপি নেতৃবৃন্দ সহ সাংবাদিক এনামুল হক রাশেদীকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালী ও প্রান নাশের হুমকি ধমকি প্রদান করে বিএনপি নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিককে সাসাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালায়।

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কুখ্যাত সন্ত্রাসী, নিয়মিত মাদকসেবী শাহারুফের উদ্ধত্যপূর্ন আচরনের দৃষ্ঠান্তমুলক শাস্তি দাবী করে এবং নিজের জিবনের নিরাপত্তার স্বার্থে সাংবাদিক এনামুল হক রাশেদী পেকুয়া থানায় হাজীর হয়ে ৩ পৃষ্ঠার সংযুক্ত তথ্য প্রমান সহ শাহরুফের বিরোদ্ধে পেকুয়া থানায় সাধারন অভিযোগটি দায়ের করেন। যার জিডি নং- ৪৩১ তারিখঃ ১১/০১/২০২৫ ইং। পেকুয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সিরাজুল মোস্তফা জানান, সোস্যাল মিডিয়ায় অনুসন্ধানমুলক জাতীয় সাপ্তাহিক "অগ্রযাত্রা" পত্রিকার চট্টগ্রাম ব্যুরো চীফ সাংবাদিক এনামুল হক রাশেদীকে প্রান নাশের হুমকি ধমকির অভিযোগে শাহারুফের বিরোদ্ধে সাংবাদিক এনামুল হক রাশেদীর সাধারন অভিযোগটি গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। অপরাধী যেই হউক তাকে কোনভাবেই ছাড় দেওয়া হবেনা। ইতিমধ্যে অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য একজন দক্ষ পুলিশ পরিদর্শককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান ওসি সিরাজুল মোস্তফা।

বাংলাদেশে কত প্রকার পাসপোর্ট রয়েছে, হারানো বা বাতিল হলে কী করতে হবে

পাসপোর্টের প্রকারভেদ, পাসপোর্ট হারালে বা বাতিল হলে কী করতে হবে এবং ট্রাভেল ডকুমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত।

পাসপোর্ট

পাসপোর্ট একটি আন্তর্জাতিক ভ্রমণ নথি, যা দেশের সরকার নাগরিকদের প্রদান করে। এটি নাগরিকদের পরিচয় এবং জাতীয়তা নিশ্চিত করে, এবং তাদের বিদেশে ভ্রমণ, বসবাস, কাজ বা চিকিৎসার জন্য অনুমতি দেয়।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, পাসপোর্টের মাধ্যমে দেশের বাইরে যাওয়া এবং ফেরার অধিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়।

যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মামলা থাকে বা বিচার চলমান থাকে, তাকে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য তার পাসপোর্ট স্থগিত বা বাতিল করা হতে পারে।

পাসপোর্ট বাতিল বা হারিয়ে গেলে কী করবেন দেশে থাকলে:

পাসপোর্ট বাতিল হলে, নতুন পাসপোর্টের জন্য পাসপোর্ট অধিদপ্তর বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। তবে সাধারণত আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে বা না।

দেশের বাইরে থাকলে:

যদি বিদেশে পাসপোর্ট বাতিল হয়, তবে স্থানীয় বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে পুরনো পাসপোর্ট জমা দিয়ে নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে হবে অথবা ট্রাভেল পাস বা ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে দেশে ফিরে আসতে হবে।

পাসপোর্ট হারানো:

হারানো পাসপোর্ট পুনরুদ্ধারের জন্য থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে হবে। এরপর পাসপোর্ট অধিদপ্তরে আবেদন করলে নতুন পাসপোর্ট পাওয়া যাবে।

দেশের বাইরে পাসপোর্ট হারানো:

এমন ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে ট্রাভেল পাস সংগ্রহ করতে হবে, যা দিয়ে দেশে ফিরে আসা যাবে। স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসরত হলে নতুন পাসপোর্টের জন্য মিশনে আবেদন করা যাবে।

ট্রাভেল পাস বা ডকুমেন্ট

যখন কেউ বিদেশে গিয়ে পাসপোর্ট হারায়, তখন সেই ব্যক্তিকে দেশে ফেরার জন্য ট্রাভেল পাস বা ডকুমেন্ট দেওয়া হয়। এই ডকুমেন্টটি শুধুমাত্র দেশে ফিরে আসার জন্য বৈধ, এবং পরবর্তীতে নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে।

বাংলাদেশে পাসপোর্টের প্রকার

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের পাসপোর্টেরও বিভিন্ন রঙ ও শেড রয়েছে। সাধারণত সবুজ, নীল, লাল এবং কালো রঙের পাসপোর্ট ব্যবহৃত হয়।

প্রকারভেদ:

সবুজ পাসপোর্ট (অর্ডিনারি পাসপোর্ট): সাধারণ নাগরিকদের জন্য ইস্যু করা হয়। বিদেশে যাওয়ার জন্য এই পাসপোর্টধারীদের ভিসা প্রয়োজন।

নীল পাসপোর্ট (অফিশিয়াল পাসপোর্ট): সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য ইস্যু করা হয়, যারা সরকারি কাজে বিদেশে যান। নীল পাসপোর্টধারীরা ২৭টি দেশে বিনা ভিসায় যেতে পারেন।

লাল পাসপোর্ট (কূটনৈতিক পাসপোর্ট): এটি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, উচ্চ আদালতের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সচিব এবং বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাদের জন্য ইস্যু করা হয়।

উপসংহার

পাসপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ নথি, এবং এর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও নিয়ম রয়েছে। সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন।

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন তামিম ইকবাল

৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তামিম ইকবাল। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার অ্যালেক্স হেলসের সঙ্গে বাকবিতন্ডার জন্য শিরোনামে আসেন। ফের একবার শিরোনামে অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ক্রিকেটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তামিম ইকবাল। ২০২৩ সালে জুলাইতে অবসর নিলেও, পরে তা ভেঙে ফেরেন ক্রিকেটে। তবে এ বার পাকাপাকি ভাবেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তামিম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগেই এই ঘোষণায় হতাশ বাংলাদেশি সমর্থকরা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকার জন্য নির্বাচকরা বলেছিলেন তাঁকে, কিন্তু রাজি হননি তামিম। দলের ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন শান্ত সহ আরও কয়েকজন ক্রিকেটার তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু ভেবেচিন্তে নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় রইলেন তিনি। ফেসবুকে এ বিষয়ে লিখেছেন তামিম। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে আছি অনেক দিন ধরেই। সেই দূরত্ব আর ঘুচবে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমার অধ্যায় শেষ। অনেক দিন ধরেই এটা নিয়ে ভাবছিলাম। এখন যেহেতু সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় একটি আসর সামনে, আমি চাই না আমাকে ঘিরে আবার অলোচনা হোক এবং দলের মনোযোগ ব্যাহত হোক।'

বাংলাদেশের হয়ে ২০০৭ সালে অভিষেক ঘটে তামিমের। ৭০ টেস্ট খেলে করেছেন ৫১৩৪ রান। ২৪৩টি একদিনের ম্যাচ খেলে ৮৩৫৭ রান করেছেন তিনি। খেলেছেন ৭৮টা টি২০ ম্যাচও। টপ অর্ডারে বাংলাদেশকে ভরসা জুগিয়েছেন বহুদিন। ২০২৩ সালে অবসর নিলেও, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুরোধে অবসর ভেঙে ফেরেন। কিন্তু ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পাওয়ায় হতাশ হন তিনি। এ বার পাকাপাকি ভাবেই সরে গেলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে।

বায়োপিক নিয়ে যা বললেন সানিয়া মির্জা

দীর্ঘদিন ধরেই বায়োপিক দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে বলিউড। অনেক কিংবদন্তি সেলেব্রিটি, রাজনীতিবিদ, বিজনেস টাইকুন, ক্রিকেটার, সেনা কর্মকর্তাসহ অনেকের বায়োপিক নির্মিত হয়েছে বলিউডে। যার বেশিরভাগ ব্যবসায়িক সফলতা পেয়েছে।

এই তালিকায় আছে- ভাগ মিলখা ভাগ, মেরি কম, স্যাম বাহাদুর, সঞ্জু, শেরশাহ। ফলে টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার বায়োপিক ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। তাহলে কি শেষ পর্যন্ত সানিয়া মির্জার বায়োপিক হচ্ছে?

সম্প্রতি, প্যারালিম্পিকে স্বর্ণপদকজয়ী মুরলিকান্ত পেটকারের বায়োপিক নিয়ে কার্তিক আরিয়ানের সিনেমা চান্দু চ্যাম্পিয়ন দর্শকদের কাছ থেকে দুর্দান্ত সাড়া পেয়েছে। তারপর সানিয়ার বায়োপিক নিয়ে গুঞ্জন আরও ডালপালা মেলেছে।

নিজের বায়োপিক নিয়ে যা বললেন সানিয়া মির্জা

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সানিয়া মির্জা বায়োপিক নিয়ে কথা বলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বলিউড লাইফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হয়তো বায়োপিক আসতে পারে, তবে এখনো দেরি আছে। তাছাড়া ইদানীং তার কাছে খুব বেশি অফার আসেনি।

সানিয়া মির্জা বলেন, 'বায়োপিক নিয়ে অনেক মানুষ কথা বলছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আমি কোনো অফার পাইনি। আমার ম্যানেজাররা আমাকে এ ব্যাপারে কিছু জানাননি।'

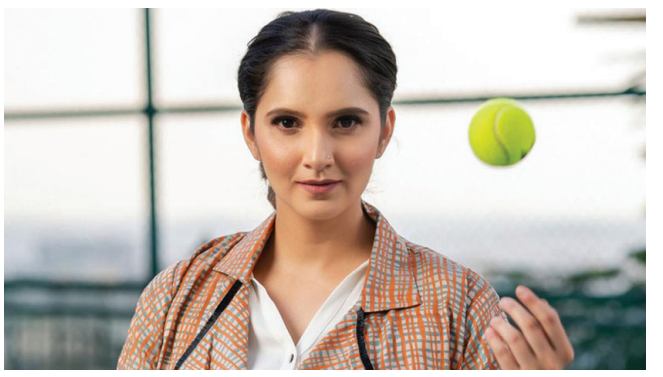

সানিয়া মির্জা ২০১০ সালে পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে বিয়ে করেন তিনি। কিন্তু ১৩ বছর একসঙ্গে থাকার পর বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন তারা। ২০২৩ সালে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তাদের ইজহান নামে একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।

সানিয়া মির্জা জানান, তার কাছে এখন প্রথম অগ্রাধিকার মাতৃত্ব। পেশাগত জায়গাতেও ছেলে ইজহানের বিষয়টি সবার আগে প্রাধান্য পাবে। তিনি ছেলে ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং দুদিনের বেশি তার কাছ থেকে দূরে থাকেন না।

এর আগে সানিয়া মির্জা দ্য কপিল শর্মা শোতে বলেছিলেন, তিনি চান অক্ষয় কুমার তার বায়োপিকে প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করুক। অন্য একটি শোয়ে সানিয়া বলেছিলেন, তিনি পরিণীতি চোপড়াকে বায়োপিকে তার চরিত্রে দেখতে চান।

ইউটিউবে আসছে "প্লে সামথিং" বাটন

ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ইউটিউব সাধারণত ব্যবহারকারীদের সার্চ ফলাফল এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করে নতুন বা পুরোনো ভিডিওগুলো প্রদর্শন করে থাকে। তবে মাঝে মাঝে ইউটিউবে পছন্দের ভিডিও খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হয় অনেকের। এ সমস্যা সমাধানে **'প্লে সামথিং'** নামের নতুন বাটন যুক্ত করতে যাচ্ছে ইউটিউব।

YouTube

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট নাইনটুফাইভের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্লে সামথিং বাটনটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছে ইউটিউব। শিগগিরই ইউটিউব অ্যাপের নেভিগেশন বারের ঠিক ওপরে কালো পটভূমিতে সাদা টেক্সটসহ বাটনটি দেখা যেতে পারে। বাটনটিতে ক্লিক করলেই ইউটিউব শর্টস প্লেয়ারে বিভিন্ন বিষয়ের ভিডিও চালু হবে। ভিডিওগুলো চাইলে পোর্ট্রেট মোডেও দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। পোর্ট্রেট মোডে চালু হওয়া ভিডিওতে লাইক, ডিজলাইক, মন্তব্য এবং শেয়ার করার অপশন পাওয়া যাবে। তবে মিনি প্লেয়ার সক্রিয় থাকলে প্লে সামথিং বাটন কাজ করবে না। তবে কবে নাগাদ এ অপশনটি চালু হবে তা এখনো জানা যায়নি।

উলিপুরে ছাত্রদের তুলে নিয়ে মারধরের ঘটনায় আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক গ্রেপ্তার

রফিকুল ইসলাম রফিক, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি: কুড়িগ্রামের উলিপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্রদের তুলে নিয়ে মারধরের ঘটনায় আবু সুফিয়ান নামে ১জন গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উলিপুর উপজেলা চত্বর থেকে গ্রেপ্তারকৃত আবু সুফিয়ান (৩৫) কে থানা হাজতে প্রেরণ করেন।

থানা পুলিশ জানায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৮ জুলাই দুপুরে উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুল এন্ড কলেজের সামনে ও মসজিদুল হুদার সামনে থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ছাত্রদের তুলে নিয়ে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠি, লোহার রড, হকি স্টিক, রাম দা, ছোড়া ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে শিক্ষার্থীদের বেধড়ক মারপিট করেন। এ ঘটনায় মোসাব্বির হোসেন নামে এক শিক্ষার্থী বাদী হয়ে গত ২১ নভেম্বর ৪৪ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাত নামা ১শ ৮০ জনের বিরুদ্ধে উলিপুর থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় সোমবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উলিপুর উপজেলা চত্বর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আবু সুফিয়ান (৩৫) গুনাইগাছ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড রানিং মিস্বার এবং পাঁচপীর আলিম মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক,আবু বকর সিদ্দিক এর ছেলে ।

উলিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জিল্লুর রহমান জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে ।

লোহাগাড়ায় নিরাপদ মহাসড়ক ও দুর্ঘটনা রোধকল্পে মতবিনিময় সভা

আব্দুল ওয়াহাব, লোহাগাড়া প্রতিনিধি: চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় নিরাপদ মহাসড়ক ও দুর্ঘটনা রোধকল্পে মতবিনিময় সভা করেছে দোহাজারি হাইওয়ে থানা পুলিশে।সোমবার বিকালে পদুয়া তেওয়ারিহাট চত্বরে এসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য মো. এহেছানের সঞ্চালনায় উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি এস এম জাকারিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লোহাগাড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রবিউল আলম খাঁন, প্রধান বক্তা ছিলেন দোহাজারি হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শুভ রঞ্জন চাকমা। সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামী সেক্রেটারি মাওলানা আবুল কালাম, উপজেলা বিএনপির সদস্য আবুল হাসেম, পদুয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী আমীর হামিদুল হক, মো. ছালেহ, নুরুল ইসলাম সিকদার, কাজি মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, লোহাগাড়া প্রেস ক্লাব সভাপতি এম সাইফুল্লাহ চৌধুরী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পদুয়া ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি মোহাম্মদ সোহেল ইউনিয়ন যুবদল নেতা দেলোয়ার হোসেন, শ্রমিক দল নেতা খোরশেদ আলম সিকদার, শ্রমিক দল নেতা নাজিম উদ্দিন শ্রমিক দল নেতা মনির আহমদ আব্দুল হামিদ প্রমূখ।

আলফাডাঙ্গায় মাটির নিচে চাপা নির্মাণ শ্রমিক ৩০ মিনিট পর জীবিত উদ্ধার

আজিজুর রহমান দুলাল: ব্লিডিংয়ের কাজ করার সময় মাটি চাপা পড়ে রুবেল শেখ (২৩) নামের এক শমিক। এলাকাবাসী ও আলফাডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় ৩০ মিনিট পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে উদ্ধার করে আলফাডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। রুবেল শেখ পৌরসভার শ্রীরামপুর গ্রামের মাফুজার শেখের ছেলে। জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে আলফাডাঙ্গা পৌরসভার শ্রীরামপুর গ্রামের মোশারফ হোসেনের পাকা দালান করার জন্যর ৭ জন শ্রমিক হাউজ খননের কাজ করছিলেন। এসময় পাড়ের মাটি ভেঙে চাপা পড়ে শ্রমিক রুবেল শেখ।

ভবন মালিক মোশারফ হোসেন জানান, চার তলা ভবনের কাজ করার জন্য খননের কাজ করছিলেন ৭ জন শ্রমিক। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রুবেল শেখ, হটাৎ মাটি ভেঙ্গে তার নিচে চাপা পড়ে রুবেল শেখ। তাকে উদ্ধার করেহাসপাতালেভর্তিকরাহয়েছে।তারসমস্তব্যবহারআমিবহনকরব। শ্রীরামপুরের বাসিন্দা লিটন মৃধা জানান, মাটি চাপা পড়ার খবর শুনে দ্রুত সেখানে পৌঁছে এলাকাবাসীর সাথে আমিও উদ্ধারের কাজ শুরু ৩০ মিনিট পরে রুবেল শেখকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের শেষ সময় ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে আমাদের সাথে যোগ দেন এবং উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

আলফাডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার আবিদ হোসেন জানান, মাটি চাপা শ্রমিক রুবেল শেখ এখন ভালো আছে। তাকে ভর্তি করা হয়েছে। হাতের কিছু অংশ কেটে গেছে। আলফাডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার আসলাম হোসেন জানান, সকালে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এলাকাবাসীর সাথে শ্রমিক রুবেল শেখকে উদ্ধার করি।পরবর্তীতে তাকে আলফাডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

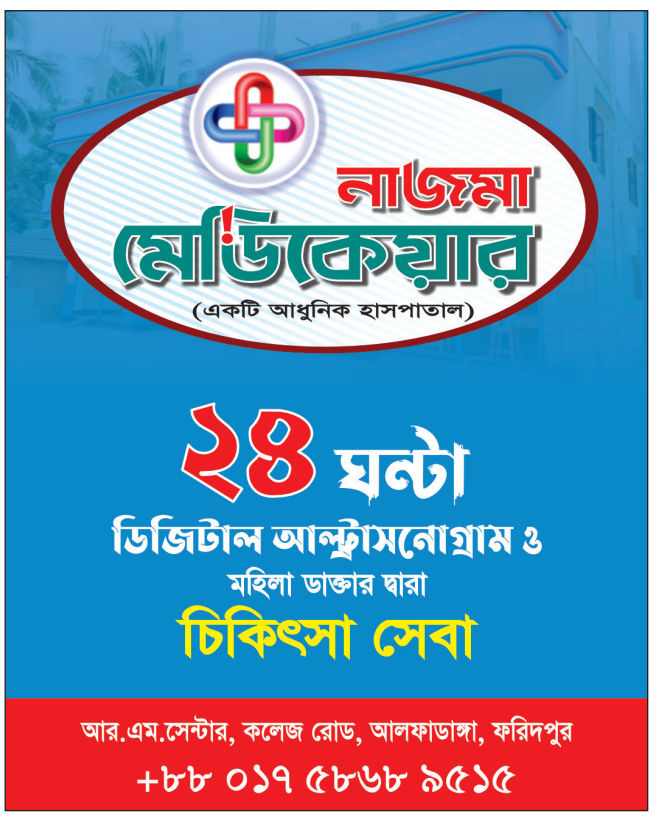

বাগেরহাটে ভিনদেশি দুর্লভ 'লিলিয়াম' ফুলের সফল চাষ

দেশে বাণিজ্যিক চাষের সম্ভাবনা তৈরি করেছে বিদেশি ফুল লিলিয়াম। বাগানের চেয়েও ফুলদানিতে লিলিয়াম ফুল সৌন্দর্য বেশি ছড়ায়। এই ফুল শীতপ্রধান অঞ্চলের হলেও বাংলাদেশের মাটিতে চাষের উপযোগী। বিদেশের মাটিতে লিলিয়াম রোপণ করার পর ফুল ফুটতে যত দিন সময় নেয়, তার চেয়ে অর্ধেক সময় নেয় দেশের মাটিতে।

বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার গারফা গ্রামে নেদারল্যান্ডসের লিলিয়াম ফুল চাষ করা হয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তা প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্মেদ পরীক্ষামূলকভাবে লিলিয়াম ফুলের চাষ করেছেন। নিজের নার্সারিতে লিলিয়াম ফুল ফুটিয়ে এই উদ্যোক্তা সফল হয়েছেন। এখন তিনি দেশের মাটিতে লিলিয়াম চাষ করে কৃষি অর্থনীতিতে অবদান রাখতে চান।

স্থানীয় লোকজন আকর্ষণীয় এই ফুল দেখে বাণিজ্যিকভাবে লিলিয়াম চাষের স্বপ্ন দেখছে। কৃষি বিভাগ লিলিয়াম ফুল চাষ দেশের মাটিতে ছড়িয়ে দিতে চায়। জেলার মোল্লাহাট উপজেলার গাড়ফা গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, মধুমতী নদীর কাছে মধুমতী অ্যাগ্রো অ্যান্ড নার্সারি। প্রায় ১ শতাংশ জমির ওপর এক ফুট দূরত্বের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে লিলিয়াম রোপণ করা হয়েছে।

পলিনেট হাউসের মধ্যে (উন্নতমানের ইউভি পলি ও শেড নেট ওয়ালপেপারে আবৃত ফুলবাগান) প্রায় আড়াই ফুট উচ্চতার গাছে গাছে অনেকটা লাল রঙের লিলিয়াম ফুল ফুটে আছে। অপরূপ সৌন্দর্য আর চোখ-রাঙানো রংমাখা ফুলে ছয়টি পাপড়ি শোভা পাচ্ছে। আবার অনেক গাছে কুঁড়ি ফুল ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে। ফুলের বর্ণচ্ছটা আকর্ষণীয়। দেখলে মনে হয়, কোনো শিল্পি রংতুলি দিয়ে ফুলের গায়ে চিত্র এঁকে রেখেছেন।

পাশাপাশি ফুল তার মিষ্টি সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার মানুষ ফয়সাল আহম্মেদের নার্সারিতে বিদেশি ফুল দেখতে ভিড় জমাচ্ছে। অনেকেই আবার বাণিজ্যিকভাবে লিলিয়াম চাষের আগ্রহের কথা জানাচ্ছে।

জানা গেছে, নেদারল্যান্ডস, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শীতপ্রধান দেশগুলোতে লিলিয়াম ফুলের ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। ফুল সাধারণত সাদা, হলুদ, কমলা, গোলাপি, লাল ও বেগুনি রঙের দেখা যায়। বর্ণচ্ছটা অনেকটা চিত্রের মতো। আকর্ষণীয় এবং অনেক দিন ধরে সতেজ থাকায় ফুলপ্রেমীদের কাছে লিলিয়াম ফুলের কদর অনেক বেশি। আলো সহ্য করতে পারে না বলে ঠাণ্ডা ও আলোবিহীন জায়গায় লিলিয়াম ফুল চাষ করতে হয়।

উদ্যোক্তা ফয়সাল আহম্মেদ জানান, লিলিয়ামের বীজ সংগ্রহ করতে তিনি লাল তীর নামে বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তাদের সহযোগিতায় নেদারল্যান্ডস থেকে লিলিয়ানের দুটি জাতের ২০০টি বাল্ব (কন্দ) এনে পরীক্ষামূলকভাবে তার নিজের নার্সারিতে চাষ করেন। চলতি বছরের ৩১ অক্টোবর প্রায় ১ শতাংশ জমিতে ওই বাল্ব রোপণ করা হয়। এক বর্গফুট অন্তর অন্তর বাল্ব রোপণ করা হয়। মাটিতে বার্মিকম্পোজ, কোকডাস্ট ব্যবহার করা হয় এবং ছত্রাকনাশক স্প্রে করা হয়। পুরোপুরি জৈবিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছে। এভাবে পরিচর্যা করার ৩৩ দিনের মাথায় গাছে ফুল ফুটেছে। মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা তার ব্যয় হয়েছে ফুল চাষে, যদিও নেদারল্যান্ডসসহ শীতপ্রধান দেশে সাধারণত ৬৫ থেকে ৭০ দিনের মাথায় গাছ থেকে ফুল হারভেস্টিং করা হয়। ফুলদানিতে এই ফুল প্রায় এক মাস সতেজ থাকে এবং সুঘ্রাণ ছড়ায়।

ফয়সাল আহম্মেদ জানান, দেশের ফুলের মার্কেটে লিলিয়াম ফুলের ভালো চাহিদা রয়েছে। ঢাকায় প্রতিটি লিলিয়াম ফুল খুচরা ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায় বিক্রি হয়। তার নার্সারিতে বিদেশি ফুল দেখে এলাকার অনেকেই লিলিয়াম চাষে আগ্রহী হয়েছে। তিনি বলেন, 'লিলিয়াম ফুল শীতপ্রধান অঞ্চলের হলেও এটি বাগেরহাটসহ দক্ষিণাঞ্চলের মাটিতে চাষের উপযোগী। পরীক্ষামূলকভাবে লিলিয়ামের চাষ করে সফলতা পেয়েছি। দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লিলিয়ামের চাষ করা গেলে ফুল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। পাশাপাশি দেশে শিক্ষিত বেকার যুবকরা লিলিয়াম চাষ করেল কর্মসংস্থান পাবে।'

গোপালগঞ্জ জেলার চরগোবরা গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা মো. রমজান শেখ জানান, এই ফুলের অনেক বাজারমূল্য রয়েছে। দেশে বাণিজ্যিকভাবে লিলিয়াম ফুল চাষ করা গেলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক অর্থ আয় করা সম্ভব। ভবিষ্যতে তিনি তার বাড়িতে লিলিয়াম ফুল চাষ করতে চান।

লাল তীর সিড লিমিটেডের খুলনা বিভাগীয় ম্যানেজার মো. জুম্মুন রহমান জানান, নেদারল্যান্ডস থেকে তারা লিলিয়াম ফুলের বাল্ব আমদানি করেন। এরপর পরীক্ষামূলকভাবে লিলিয়াম ফুল চাষের জন্য বাগেরহাট, হবিগঞ্জ, সিলেট, মাদারীপুর, যশোর, ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও দিনাজপুর জেলায় ১৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে বিনা মূল্যে বাল্ব বিতরণ করেন। ১১ জেলার উদ্যোক্তারা ১৫টি প্রদর্শনী প্লট করেছেন। বাগেরহাটের মোল্লাহাটে লিলিয়াম ফুল চাষের জন্য উদ্যোক্তা ফয়সাল আহম্মেদকে ২০০ বাল্ব দেওয়া হয়। এরপর তাকে নানা ধরনের টেকনিক্যাল সহযোগিতা করা হয়। ফয়সালের নার্সারিতে এরই মধ্যে লিলিয়াম ফুল ফুটতে শুরু করেছে। পরীক্ষামূলক চাষে ফয়সাল সফল হয়েছেন।

মো. জুম্মুন রহমান আরো জানান, দেশে-বিদেশে লিলিয়াম ফুলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এখন লিলিয়াম ফুল বাজারজাত করা বড় বিষয়। সে জন্য তারা লাল তীরের পক্ষ থেকে পাইকারি ফুল ক্রেতাদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছেন। দেশের মাটিতে শীত অঞ্চলের বিদেশি লিলিয়াম ফুল আশার আলো দেখাচ্ছে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফুল বিভাগের প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ফারজানা নাসরীন খান বলেন, 'লিলিয়াম ফুল বিদেশে সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলে চাষ হয়। এই ফুলের দুটি জাত রয়েছে। এর মধ্যে ওরিয়েন্টাল জাতের ফুলে সুগন্ধি অনেক বেশি এবং এশিয়াটিকের গন্ধ সামান্য। লিলিয়াম ফুল নিয়ে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষণা শুরু করা হয়। ২০১৭ সালে আমরা লিলিয়াম ফুলের বাল্বসহ উৎপাদন প্যাকেজ উদ্ভাবন করতে সফল হয়েছি। আশার কথা, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এখন লিলিয়াম ফুলের বাল্ব উৎপাদন করছে।'

ড. ফারজানা নাসরীন খান জানান, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে লিলিয়াম ফুল উৎপাদন, বাল্ব উৎপাদন, পরবর্তী বছরের জন্য বাল্ব সংরক্ষণে উদ্যোক্তাদের সব ধরনের তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে।

নতুন বছরে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বেশি মনোযোগী হোন

আপনি হয়তো ভাবছেন নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করে, হাঁটাহাঁটি করে, খাদ্য তালিকার শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবার নিয়ন্ত্রণ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষার পথে চলবেন। কিন্তু যদি হঠাৎ বলা হয় যে, কষ্ট করে অতো কিছু করার দরকার নেই বরং একটা মাত্র কাজ করলেই চলবে। তাহলে আপনি কী করবেন?

নিজের মনের ইচ্ছের দিকে নজর দিন

মানুষ সারাক্ষণ দেহের সুস্থতা নিয়ে ভাবে। আর এটি সহজও বটে। কিন্তু ব্রিটেনের এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস ও এক্সারসাইজ বিষয়ক শিক্ষক ড. নেডাইন স্যামি বলেছেন, আমাদের নিজেদের মনের উপরে বিশেষ খেয়াল দেয়া দরকার।

তার মতে, আত্ম-সচেতনতা বাড়িয়ে মনের উপরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো সম্ভব। ড. স্যামি বলছিলেন, আত্ম-সচেতনতা এমন এক জিনিষ যা মানুষকে তার নিজের আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছে-অনিচ্ছা অনেক নিবিড়ভাবে চিনতে সহায়তা করে।

তার মতে, নিজের অনুভূতিকে চেনার মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার দিকে সবচে' বেশি মনোযোগ দিতে পারে। নিজের সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা যত নির্ভুল ও গভীর হবে, ততই সে তার নিজের শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলো জানবে। এই জানার মাধ্যমেই নিজের দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়ে উঠে বলে মনে করেন ড. স্যামি।

সপ্তাহে ৩০ পদের সবজি ও ফল-ফলাদি

লন্ডন কিংস কলেজের একজন গবেষণা ফেলো ড. মেগান রসি বলছিলেন, শুধু বেশি করে সবজি ও ফল-ফলাদি খেলেই হবে না। এর মধ্যে বিভিন্ন জাতের ভিন্নতাও থাকা জরুরি দরকার। ড. রসির মতে, প্রতি সপ্তাহে সব পদ মিলেয়ে যদি ভিন্ন-ভিন্ন ৩০ পদের সবজি ও ফল-ফলাদি খাওয়া যায় তবে তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো।

আমাদের পাকস্থলীতে মাইক্রোবায়োম বলে একটি ব্যাকটেরিয়া আছে। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষের সুস্বাস্থ্যের উপরে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। সবুজ শাক-সবজি পুরণ করতে পারে আপনার ভিটামিন □সি□ এর অভাব। তা ছাড়া রঙ্গিন সবজি আপনার মেটাবলিজম বাড়ায়। শীত কালে যেহেতু পর্যাপ্ত শাক সবজী পাওয়া যায়; তাহলে কেননা আমরা ফ্রজেন মাছ মাংসের সাথে সাথে সবজি খাওয়ার মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেই ?

তাই এক্ষেত্রে যত বেশি সম্ভব লতা-পাতা ও উদ্ভিজ্জ সবজি খেতে পরামর্শ দিয়েছেন ড. রসি।

বেশি করে হাসুন

ড. জেমস গিল বলছেন, মানুষের উচিত সুখী হওয়ার চেষ্টা করা। এখন আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসতে পারে যে, সুখী হওয়া কি আর চাট্টিখানি কথা? নাকি চাইলেই সুখী হওয়া যায়?

ছোট খাটো বিষয় নিয়ে হাসতে পারেন, হাসতে পারেন পরিবারের সদস্যদের সাথে বসে এক কাপ চা খেতে খেতে, বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বসে হাসার কোনই বিকল্প নেই।

মানুষ সুখে হাসে, আবার কখনো অপরের দুঃখেও হাসে। এই হাসি হচ্ছে সবচাইতে বিপদজনক ও অস্বাস্থ্যকর। আমরা যখন হাসবো; তখন চেষ্টা করবো শব্দ করে হাসতে। এতে করে হার্ট ভাল থাকে। তবে সারাক্ষণ বা কথায় কথায় হাসতে থাকলে মানুষ আপনার কথায় গুরুত্ব না ও দিতে পারে, তাই সময় ও অবস্থান দেখে হাসতে হবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান

হ্যা, পর্যাপ্ত ঘুমের কথাই বলা হয়েছে। একজন পরিণত বয়সের মানুষের রাতে গড়ে দৈনিক ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুম দরকার।

কিন্তু একটানা যদি ঘুমের ঘাটতি চলতে থাকে তবে শরীরের উপরে এর খুব নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। হতে আপনার মাথা ব্যথার কারণ, চোখের নিচে কালো সার্কেল, মুখে ব্রণের আবির্ভাব, চিড়চিড়ে ও রুক্ষ মেজাজ ইত্যাদি। এক্সেটার ইউনিভার্সিটির স্পোর্ট এন্ড হেলথ সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক ড. গেভিন বাকিংহাম বলেছেন, ঘুম কম হলে মানুষের কগনিটিভ ফাংশান বা নতুন জিনিস শেখার ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়।

ঘুমের ঘাটতির নেতিবাচক প্রভাবে এমনকি অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে পরে বলে জানালেন ড. বাকিংহাম। তাই, দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পর্যাপ্ত ঘুমের কোনো বিকল্প নেই।

প্রবীর মিত্রের শেষ দিনগুলো যেমন ছিল

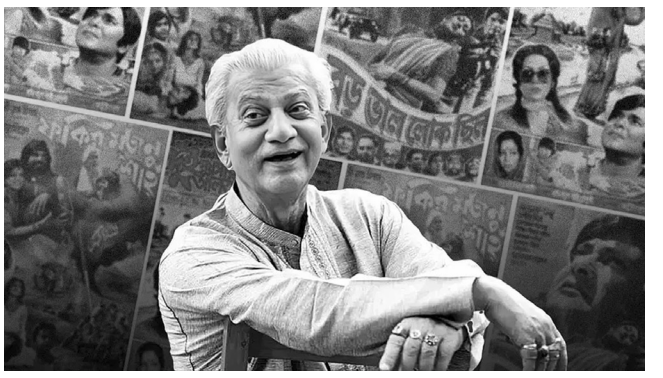

গত রোববার রাতে মারা গেছেন খ্যাতিমান অভিনেতা প্রবীর মিত্র। রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ফুসফুসে সংক্রমণ, অক্সিজেন-স্বল্পতাসহ বেশ কিছু সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।

এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর প্রবীর মিত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয় তাঁকে। পরে কেবিনে স্থানান্তর করা হলে আবার অবস্থার অবনতি হয়। এরপর থেকে তাঁকে এইচডিইউ ইউনিটে রাখা হয়। গতকাল সকাল থেকে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। রাত ১০টা ১০ মিনিটে চিকিৎসকেরা প্রবীর মিত্রকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে প্রবীর মিত্রর শেষ সময়গুলো নিয়ে প্রথম আলোর কথা হয় অভিনেতার ছোট পুত্র সিফাত ইসলামের সঙ্গে। আড্ডাপ্রিয় বাবার শেষ সময়ে চুপ হয়ে যাওয়া মানতে পারছেন না ছেলে।

সিফাত বলেন, 'সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। বাসায় বাচ্চাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই কাটত বাবার সময়। তবে ২২ ডিসেম্বর বাবার শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করি। শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা হচ্ছিল। সময় না নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে আইসিইউতে রাখা হয়। কিছুটা উন্নতি হলে কেবিনে রাখা হয়। আমরা যখন বাসায় আনার অপেক্ষায় ছিলাম, তখনই অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তখন এইচডিইউ ইউনিটে রাখা হয়। সেখান থেকে আর ফিরলেন না তিনি।'

পরিবারের সঙ্গে প্রবীর মিত্র সবশেষ কথা বলেন সাত-আট দিন আগে। তাতেও কষ্ট হচ্ছিল। এরপর থেকে শুধু তাকিয়ে থাকতেন, কথা বলতে পারেননি তিনি। সিফাত আরও বললেন, 'বাবা শুধু তাকিয়ে থাকতেন। তবে চোখের সামনে দিয়ে আমরা গেলেও তাঁর দৃষ্টি সেদিকে আসত না। চোখগুলো যেন কী বলতে চাইত, কিন্তু কাছে গেলে কিছুই বলতে পারতেন না তিনি।'

৬ জানুয়ারি বিকেলে শেষবারের মতো প্রবীর মিত্রের সাক্ষাৎ পায় পরিবার। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তখনই ইঙ্গিত দেন, যেকোনো কিছুর জন্য যেন প্রস্তুত থাকেন তাঁরা। বাবার সঙ্গে শেষ সময়ের স্মৃতি নিয়ে সিফাত বলেন, 'আমরা কেউই কান্না ধরে রাখতে পারছিলাম না। কথা না বলেও মানুষটা যদি আরও কিছুদিন আমাদের মাঝে থাকতেন। সবাই আমার বাবার জন্য দোয়া করবেন।'

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

এইচএমপিভি নিয়ে কি আতঙ্কের কিছু আছে?

লক্ষণ আর প্রতিকারের ব্যবস্থা কী?

করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পাঁচ বছর পর চীনের উত্তর অঞ্চলে হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস সংক্ষেপে এইচএমপিভি ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ায় নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

কোভিড ১৯ ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী মহামারী ছড়িয়ে পড়ার ঠিক পাঁচ বছর পর এ ঘটনা ঘটলো, যে মহামারীতে সারা পৃথিবীতে ৭০ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিলেন।

চীনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে বলা হচ্ছে, ১৪ বছর ও তার কম বয়েসীদের মধ্যে সংক্রমণ বাড়ছে। তবে, এইচএমপিভি আক্রান্ত হয়ে চীনের হাসপাতালগুলোতে ভিড় বাড়ছে, এমন তথ্য নাকচ করে দিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা।

এইচএমপিভি কি নতুন ভাইরাস?

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সিডিসি বলছে, ২০০১ সালে প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হয়ত আরো অনেক যুগ আগে থেকেই এ ভাইরাসের অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই ঘাবড়াবার কিছু নেই। কেননা চীনের সরকার বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও কেউই এখনও আনুষ্ঠানিক সতর্কতা জারি করেনি।

এই ভাইরাস ভয়াবহ আকার ধারণ করবে কী-না সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও কোনো সতর্কবার্তা দেননি। তবে, রোগটি যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

এইচএমপিভি সংক্রমিত হলে সাধারণ জ্বর বা ফ্লুর মত উপসর্গ দেখা যায়। সাথে কাঁশি, জ্বর, নাক বন্ধ এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে। সাথে চামড়ায় র‍্যাশ বা দানা দানা দেখা দিতে পারে।

তবে, কারো কারো জন্য এসব উপসর্গ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সিডিসি বলছে, এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যে কোন বয়েসী মানুষের ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়ার মত অসুখ হতে পারে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি শিশু, বয়স্ক মানুষ এবং যাদের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল তাদের মধ্যেই বেশি দেখা গেছে। আক্রান্ত হওয়ার পর লক্ষণ প্রকাশ পেতে তিন থেকে ছয় দিন সময় লাগে। কিন্তু আক্রান্ত হলে ঠিক কতদিন ভুগবেন একজন মানুষ তা নির্ভর করে সংক্রমণের তীব্রতা ও আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক সক্ষমতার ওপর।

কীভাবে ছড়ায়?

এইচএমপিভি সাধারণতঃ আক্রান্ত মানুষের হাঁচি বা কাঁশি থেকে ছড়ায়। এছাড়া স্পর্শ বা করমর্দনের মত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এইচএমপিভি ছড়াতে পারে।

এছাড়া আমেরিকার 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল' সিডিসি বলছে, এইচএমপিভি রয়েছে এমন বস্তু বা স্থান স্পর্শ কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাঁশির ড্রপলেট লেগে থাকা স্থান যেমন দরজার হাতল, লিফটের বাটন, চায়ের কাপ ইত্যাদি স্পর্শ করার পর সে হাত চোখে, নাকে বা মুখে ছোঁয়ালে এইচএমপিভি ছড়াতে পারে।

অনেকটা কোভিডের মতো। এইচএমপিভির সংক্রমণ সাধারণত শীতের সময় বাড়ে, যখন মানুষ দীর্ঘ সময় ঘরের ভেতর সময় কাটায়।

শিশু ও বয়স্করা কেন বেশি আক্রান্ত হন?

একজন মানুষ একাধিকবার এইচএমপিভি আক্রান্ত হতে পারেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর মধ্যে প্রথমবারের সংক্রমণের তীব্রতা বেশি থাকে।

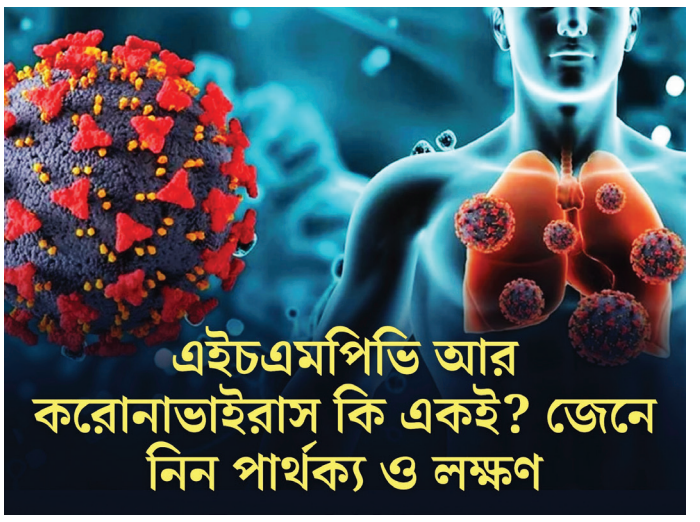

এরপর শরীরে এক ধরণের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, যার ফলে পরবর্তী সংক্রমণের তীব্রতা তত বেশি হয় না। তবে এর ব্যতিক্রম হতে পারে যদি আক্রান্ত ব্যক্তির ক্যান্সার বা এইচআইভির মত দীর্ঘমেয়াদী অসুখ থাকে।

আতঙ্কিত হওয়ার কিছু আছে?

বাংলাদেশের ভাইরোলজিস্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি জানিয়েছে, এইচএমপিভি নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

এর বড় কারণ হচ্ছে, এটি কোভিডের মতো নতুন কোনো ভাইরাস নয়। ২০০১ সালে প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত হয়, এবং বাংলাদেশে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের দিকে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল।

ভারত, চীনসহ বিভিন্ন দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা ধাঁচের এই ভাইরাসে আগেও মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। এর অর্থ হলো মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি গড়ে উঠেছে।

মানে কেউ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একে মোকাবিলা করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ভাইরোলজিস্ট মাহবুবা জামিল বলেছেন, কোভিড ফুসফুসের যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে, এইচএমপিভিতে ততটা ক্ষতি হয় না।

তিনি জানিয়েছেন শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী বা কঠিন কোনো রোগে আক্রান্তদের মধ্যে এই ভাইরাসের সংক্রমণ তীব্র হতে পারে।

কেননা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকে। সেক্ষেত্রে সবসময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এখন জেনে নেই এইচএমপিভির বিষয়ে আরো কিছু তথ্য।

এইচএমপিভি ভাইরাস কী ?

চীনের সেন্ট্রার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশান বা সিডিসি'র ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এইচএমপিভি কোভিড-১৯ এর মতোই একটি আরএনএ ভাইরাস। অর্থাৎ এর জিনের গঠন একই। এই ভাইরাসও শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করে।

তবে এরা একই পরিবারের ভাইরাস নয়। অর্থাৎ কোভিডের টিকা নেয়া থাকলে বা আগে কখনো কোভিড হলেও আপনার এইচএমপিভির সংক্রমণ হতে পারে।

কোভিডের ইমিউনিটি আপনাকে এইচএমপিভি থেকে সুরক্ষা দেবে না। নেদারল্যান্ডসের গবেষকরা শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের নমুনা পরীক্ষা করার সময় প্রথম এই ভাইরাসের ব্যাপারে জানতে পারেন।

সিডিসি জানিয়েছে, ভাইরাসটি অন্তত ৬০ বছর আগেই ছড়িয়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এইচএমপিভিকে 'শীতজনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যা' হিসেবে অভিহিত করেছে।

সাধারণ ফ্লুর লক্ষণ যা সাধারণত দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে লক্ষণ তীব্র হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া জরুরি হতে পারে।

ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথের ২০২১ সালের এক প্রতিবেদনে তথ্য অনুযায়ী, তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণে মারা যাওয়া পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের এক শতাংশের মৃত্যুর জন্য দায়ী এইচএমপিভি।

ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি জটিলতা বা ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগ আক্রান্তরা, সেইসাথে সিওপিডি, অ্যাজমা ও পালমোনারি ফাইব্রোসিসের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের রোগীদের মাঝে সংক্রমণের লক্ষণগুলো গুরুতর আকারে দেখা দিতে পারে।

এমনকি তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই জটিল রোগের আক্রান্তদের এমন লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা করা যাবে না।

প্রতিরোধের ব্যবস্থা কী?

করোনা মোকাবিলায় যেসব সতর্কতা নেয়া হয়েছিল, একই ধরনের পদক্ষেপে এই ভাইরাস প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেমন:

- বাইরে গেলেই মাস্ক পরা।
- ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান-পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধোয়া।
- হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা।
- আক্রান্তদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।
- জন সমাগমস্থল এড়িয়ে চলা।
- হাঁচি কাশি দেয়ার সময় মুখ টিস্যু দিয়ে ঢেকে নেওয়া এবং ব্যবহৃত টিস্যুটি সাথে সাথে মুখবন্ধ করা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে হাত সাবান পানিতে ধুয়ে ফেলা।
- যদি টিস্যু না থাকে তাহলে কনুই ভাঁজ করে সেখানে মুখ গুঁজে হাঁচি দেওয়া।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া।
- পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করা।
- সর্দিকাশি, জ্বর হলেও অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর এই ভাইরাস প্রতিরোধে কয়েকটি টিকা তৈরি করা হলেও এইচএমপিভি প্রতিরোধ এখনও সে ধরনের কোনো টিকা নেই। তাই সতর্ক থাকার ওপরেই জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

চিকিৎসা কী?

এই ভাইরাসের জন্য বর্তমানে কোনো নির্দিষ্ট অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ নেই বা বিশেষ কোনো চিকিৎসা পদ্ধতিও নেই। চিকিৎসকরা সাধারণত লক্ষণ বুঝে তা উপশমের চেষ্টা করে থাকেন। যেমন জ্বর হলে তাপমাত্রা কমানোর ওষুধ দেন।

সর্দি গলাব্যথা বা শ্বাস নিতে সমস্যা হলে সে অনুযায়ী চিকিৎসা বা ওষুধ দেয়া হয়। চিকিৎসকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীকে বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং পর্যাপ্ত পানি জাতীয় খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

তবে এই ভাইরাসের চিকিৎসায় অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন সাংহাই হাসপাতালের চিকিৎসক এবং বাংলাদেশের ভাইরোলজিস্টরা।

অফিসের ডেস্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকায় হজমশক্তির ক্ষতি হচ্ছে!

কেন সতর্ক হওয়া দরকার?

কাজের ফাঁকে সময়মতো চা-পানের বিরতি না পাওয়া মূল সমস্যা নয়। সমস্যা হল, কাজের চাপে অফিসের ডেস্ক থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উঠতে না পারা। এক জায়গায় এক ভাবে দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকার ওই অভ্যাসই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে।

হাতের কাজটা শেষ করেই উঠবেন ভেবেও উঠতে পারলেন অফিসের ডেস্ক থেকে। কারণ, কাজ শেষ হওয়ার আগেই চলে এল আরও গুরুত্বপূর্ণ 'ডেডলাইন'। হয়তো সেই কাজটিই আগে শেষ করা দরকার। হয়তো চা খেতে যাবেন বলেই ভেবেছিলেন, বা ভেবেছিলেন শেষ হয়ে যাওয়া জলের বোতলটা ভরে আনবেন। কাজের চাপে চায়ের বিরতি মাথায় উঠল তো বটেই, সেই সঙ্গে বেহাল দশা হল হজমশক্তিরও! অন্তত তেমনই বলছেন চিকিৎসকেরা।

কেন ক্ষতি হচ্ছে?

কাজের ফাঁকে সময়মতো চা-পানের বিরতি না পাওয়া মূল সমস্যা নয়। সমস্যা হল, কাজের চাপে অফিসের ডেস্ক থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উঠতে না পারা। এক জায়গায় এক ভাবে দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকার ওই অভ্যাসই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে বলে জানাচ্ছেন দিল্লির অ্যাপলো হাসপাতালের পেট এবং হজমের সমস্যার চিকিৎসক সুদীপ খান্না। তিনি বলছেন, "ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় বসে থাকাটা অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তা পেটের স্বাস্থ্যের সার্বিক ক্ষতি করে। কারণ বসে থাকলে রক্ত সঞ্চালনও কম হয়, যা আমাদের পরিপাক তন্ত্রের উপর চাপ ফেলে। আবার বসে থাকলে পাকস্থলী এবং অন্ত্রও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। টানা বসে থাকলে তা দীর্ঘ ক্ষণ একই ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যঙ্গগুলি তাদের স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না।"

কী কী ক্ষতি হচ্ছে?

সকালে প্রাতরাশ করে অফিসে আসেন অনেকেই। আবার অনেকে অফিসে বসেও প্রাতরাশ সারেন। চিকিৎসক সুদীপ বলছেন, "যে খাবারটা পাকস্থলীতে গেল, সেটা হজম হতে তো সময় লাগবে। স্বাভাবিক হাঁটাচলার করলে, ক্যালোরি খরচ হবে। হজমও হবে দ্রুত। কিন্তু বসে থাকলে একই খাবার হজম হতে বেশি সময় নেবে। ফলে পেটভার হয়ে থাকা, গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।"

এ ছাড়া রক্ত সঞ্চালন কম হওয়ার জন্যও হজমশক্তির উপর প্রভাব পড়ে। চিকিৎসক জানাচ্ছেন, বসে থেকে কাজ করার জন্য সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় কোষ্ঠের। সহজে পেট পরিষ্কার হয় না। অন্ত্রে বর্জ্য থেকে যায়। অথবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও হতে পারে।

দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকার অভ্যাস এ ছাড়াও পরিপাক তন্ত্রে থাকা হজমে সহায়ক মাইক্রোবিয়োমের ক্ষতি করে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসক।

কেন গুরুত্ব দেবেন?

পেটের স্বাস্থ্য ভাল থাকলে শরীরের বহু রোগ থাকে দূরে। কারণ পেটের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হরমোনের স্তর এবং শরীরের ওজনও।

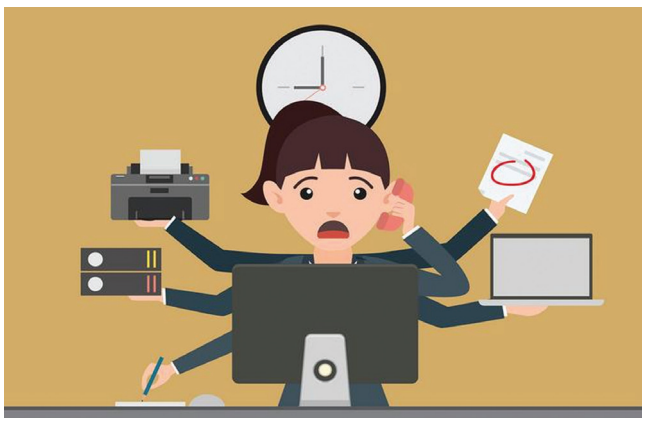

যা পরোক্ষে হার্টের স্বাস্থ্য, মস্তিষ্ক সঞ্চালন, এমনকি, মেজাজের দিশাও ঠিক করে দেয়। পেটের স্বাস্থ্যের সরাসরি প্রভাব পড়ে ত্বকেও। তাই পেটের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি' বলছেন চিকিৎসকেরা।

কী করা উচিত?

১। বসলে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন।

২। নিয়মিত বিরতি নিন। অন্তত ৩০-৪৫ মিনিট অন্তর ডেস্ক থেকে উঠে সামান্য হাঁটাহাঁটি করে নিন। সেই সময় কাউকে ফোন করার মতো কাজও করে নিতে পারেন।

৩। ফাইবার বেশি আছে এমন খাবার খান।

৪। দই জাতীয় প্রোবায়োটিক্স বেশি খান।

৫। ধোকলা, ইডলি, দোসা, মাখন তোলা দুধ জাতীয় জারিয়ে তৈরি করা খাবারও পেটের জন্য ভাল।

৬। পর্যাপ্ত ঘুম হচ্ছে কি না সে দিকেও নজর দিন।

চলতি বছরেই জাতীয় নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি: বিএনপি

'প্রয়োজনীয় সংস্কার করে চলতি বছরেই জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরি' বলে মনে করে বিএনপি।

রোববার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে ইইউর রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের বৈঠকের পর আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

আমীর খসরু বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ, সবার মনে প্রশ্ন আছে সেই বিষয়গুলো বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে 'একটি হচ্ছে নির্বাচন' কবে নির্বাচন হতে যাচ্ছে? আমাদের ভাবনা কি? সংস্কারের ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছে' সেই সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের ভাবনা কি? মূলত নির্বাচনের রোডম্যাপ এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আমীর খসরু আরও বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যেটা বলে আসছি, এই বছরের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। অন্য কোনো ভাবনার দিকে না গিয়ে সরাসরি জাতীয় নির্বাচনের দিকে গিয়ে দেশে আগামীদিনে একটা নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য।

খসরু আরও বলেন, অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি দেশ বেশিদিন চলতে পারে না। অগণতান্ত্রিক সরকারের রাজনৈতিক ওয়েট থাকে না, মবিলাইজেশন প্রসেস থাকে না, জনগণের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকে না। জনগণের কাছ থেকে কোনো ফিডব্যাক পাওয়া যায় না। সুতরাং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব, সেদিকে আমরা জোর দিয়েছি।

রোববার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে রাষ্ট্রদূত তার পতাকাবাহী গাড়িতে করে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন, সংস্কারের বিষয়ে যেটি আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কয়েকটি বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে যেতে পারব সেগুলো ইমিডিয়েটলি করা যেতে পারে, সেগুলোর ব্যাপারে সময় নেওয়ার কোনো কারণ নেই।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, আর যেগুলো ঐকমত্য হবে না, সেগুলো আগামী দিনে নির্বাচনে প্রত্যেকটি দল জনগণের কাছে নিয়ে যাবে; তাদের যে প্রোগ্রাম নিয়ে যাবে, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আগামী দিনে সংসদে পেশ করা হবে এবং সংসদে আলোচনা হবে, তর্ক হবে-বিতর্ক হবে এবং পাস করা হবে।

আমীর খসরু বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু ইইউর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে আমাদের সাথে তাদের অর্থনীতির..। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তা অব্যাহত থাকবে কিনা? আমাদের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে বিএনপির অর্থনৈতিক সফলতা আমরা বলেছি। আগামীদিনে দেশের অর্থনীতিকে এই গর্তের থেকে তুলে আনার জন্য বিএনপি যে কর্মসূচি ইতোমধ্যে নিয়েছে এবং এই সরকারের সময় যদি কোনো কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয় সেটা অবশ্যই আমরা সমর্থন করব। আমাদের দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচি আছে; জনগণ আমাদেরকে নির্বাচিত করলে সেই কাজগুলো আমরা করব।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে সেজন্য বিনিয়োগকারীদের বিএনপি স্বাগত জানায় বলেও জানান আমীর খসরু।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএইর সভাপতি মামুনুর রশীদ ও সহ-সভাপতি এস এম মোদাসসের শাহ।

এসময় প্রবাসী বাংলাদেশীদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও সমস্যা-সমাধানের বিষয়গুলো দেশের মিডিয়ায় আরও গুরুত্বসহকারে প্রকাশের আহ্বান জানান বিপিসির নেতৃবৃন্দ।

গাজায় বর্বর ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি ৪৬ হাজার ৫০০ ছাড়াল

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের বর্বর হামলায় গত ৪৮ ঘণ্টায় কমপক্ষে ৩২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৯৩ জন। এ নিয়ে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৪৬ হাজার ৫০০ ছাড়িয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে গতকাল শনিবার (১১ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদোলু।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গত ৪৮ ঘণ্টায় বর্বর ইসরায়েলি বাহিনী ৩২ জনকে হত্যা করেছে এবং ১৯৩ জনকে আহত করেছে।'

এতে আরও বলা হয়, উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে না পারায় এখনও অনেক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শনিবারের আপডেটে জানিয়েছে, গত ১৫ মাস ধরে দখলদার ইসরায়েলের চালানো হামলায় নিহত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ হাজার ৫৩৭ জনে। এ ছাড়া আহত বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৫৭১ জন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর থেকে গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল।

ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা থেকে বাদ যায়নি এই উপত্যকার মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, আবাসিক ভবন, এমনকি শরণার্থী শিবিরও।

ইসরায়েলি আগ্রাসনে ২০ লাখের বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। বর্বর এ বাহিনীর নির্বিচার হামলা গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

২০২৪ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

দলে যোগদানের বিষয়ে বিএনপিতে যে নির্দেশনা দেওয়া হলো

বিএনপিতে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে যোগদান করানো যাবে না বলে দলের কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

বার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিএনপির ওয়ার্ড থেকে জাতীয় পর্যায় এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ওয়ার্ড থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত কোনো স্তরের কমিটিতেই অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে যোগদান করানো যাবে না।

বার্তায় আরও বলা হয়, কিন্তু গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন কৌশলে বিএনপিসহ এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনে পদ বাগিয়ে নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ইতোমধ্যে জিয়া সাইবার ফোর্স নামে একটি সংগঠন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের নাম ব্যবহার করে ছাত্রলীগের কতিপয় নেতাকে পদ দিয়ে একটি কমিটি ঘোষণা করেছে-যা সম্পূর্ণরূপে প্রতারণামূলক। এভাবে স্বৈরাচারের দোসররা এ ধরনের অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এ বিষয়ে দলের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসিচব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর পাঠানো বার্তায় বলা হয়, আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জাতীয়তাবাদী নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন ভুঁইফোড় সংগঠন বিভিন্ন অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এরা বিএনপি□র কেউ নয় মর্মে ইতোপূর্বে দলের সিদ্ধান্ত জানানোর পরেও প্রতারক চক্রের লোকেরা উল্লিখিত নেতাদের ও দলের নাম ব্যবহার করে ভুয়া সংগঠন খুলে বসেছে। আমরা পুনরায় বিএনপি এবং এর সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের উক্ত ভুয়া সংগঠনগুলোর বিষয়ে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি দলের এই নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো বলেও বার্তায় উল্লেখ করা হয়।

পদত্যাগ করলেন টিউলিপ সিদ্দিক

পদত্যাগ করেছেন যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার সরকারের সিটি মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিক। তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, টিউলিপের খালা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কের বিষয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠায় টিউলিপ সিদ্দিক মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতিবিষয়ক মিনিস্টার (ইকোনমিক সেক্রেটারি) ছিলেন। দেশটির আর্থিক খাতে দুর্নীতি বন্ধের দায়িত্ব ছিল তার কাঁধে।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানায়, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের কাছে তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন টিউলিপ। তবে পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, তার বিরুদ্ধে যে তদন্ত হয়েছে সেখানে, মিনিস্ট্রিয়াল ওয়াচডগের উপদেষ্টা লরি ম্যাগনাস তার বিরুদ্ধে মন্ত্রিত্বের নীতি ভঙ্গের কোনো প্রমাণ পাননি।

প্রসঙ্গত, ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি মন্ত্রিসভার সদস্য টিউলিপ সিদ্দিক। দেশটির ইকনোমিক সেক্রেটারি টু দ্য ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। তার কাজ যুক্তরাজ্যের অর্থবাজারের ভেতরের দুর্নীতি সামাল দেওয়া। কিন্তু, তার মাতৃভূমি বাংলাদেশেই এখন তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, যেখানে তিনি এবং পরিবারের চার সদস্যের বিরুদ্ধে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রায় ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে টিউলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, খালা শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠজনদের কাছ থেকে মন্ত্রী থাকা অবস্থায় বিনামূল্যে ফ্ল্যাট গ্রহণ করেছেন তিনি। কোনো বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সেই উপহারের ফ্ল্যাট তিনি নিয়েছেন কি না, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

এমন অবস্থায় টিউলিপ সিদ্দিককে বরখাস্ত করতে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রধান বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান কেমি ব্যাডেনোচ। যদিও হ্যাম্পস্টেড এবং হাইগেটের এমপি টিউলিপ দাবি করেছেন, তিনি কোনো ভুল করেননি।

এদিকে ইউকে অ্যান্টি-করাপশন কোয়ালিশন বিবৃতি দিয়ে বলেছে, টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটিশ সরকারে যে দায়িত্ব পালন করছেন এবং তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলো স্পষ্টতই গুরুতর 'স্বার্থের সংঘাত'। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তার খালা ও দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে তদন্ত করছে, তাতে টিউলিপ সিদ্দিকের নাম এসেছে।

যুক্তরাজ্যের দুর্নীতিবিরোধী দাতব্য সংস্থাগুলোর এই জোট আরও বলেছে, যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং খ্যাতি রক্ষায় সরকারের পক্ষে বেশ কিছু জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আর এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ টিউলিপ সিদ্দিকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কারণে সৃষ্ট স্বার্থ-সংঘাতে এটি এখন স্পষ্ট নয় যে, তিনি এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থানে আছেন কি না।

সম্পাদক ও প্রকাশকঃ **মোঃ হারুনুর রশীদ,** নির্বাহী সম্পাদকঃ **মামুনুর রশীদ,** বার্তা সম্পাদকঃ **ইয়াসিন সেলিম,** সহ-বার্তা সম্পাদকঃ **আব্দুল্লাহ আল শাহীন,** বিভাগীয় সম্পাদকঃ **আজিজুর রহমান দুলাল**
আমিরাত ব্যুরোঃ **সৈয়দ খোরশেদ আলম** । প্রকাশক কর্তৃক ১০/সি, নয়া পল্টন (নিচতলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ও পারভেজ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ২৬৬/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ।